আভাষ।

হৃদয়ে উথলে মম যে সিন্ধু-উচ্ছ্বাস
'আভাষ' তাহার মাত্র প্রকাশে আভাস।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী-প্রণীত।

কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংর বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক্
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

১ নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্তদ্বারা
প্রকাশিত।

উপহার।

ভাই প্রিয়,

ভালবাসি যে কাহাকে ভাই বলি তারে,
স্নেহমাখা "ভাই," ভাই, অতুল ধরায়!
স্নেহ-উপহার তোরে দিবরে কি ক'রে,
হৃদয়ের স্নেহ কভু ভাষাতে কুলায়?
জানিনা কি সুরে ভাই বাঁধা তোর প্রাণ,
চিরদিন বাস ভাল বিষাদের গান।
স্নেহভরে দিনু তোরে বধূটী কবিতা,
শুনো ভাই, তার মুখে প্রকৃতির গাথা।

ভূমিকা।

আভাষের কতকগুলি কবিতা আমার পূর্ব্বাবস্থার লিখিত; কোন্ কোন্‌টী তাহা অবশ্য পাঠক পাঠিকা-গণ স্বয়ং নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন। আভাষের মধ্যে কয়েকটী কবিতা পূর্ব্বে অশ্রুকণায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সমালোচকদিগের মতে সে গুলি অশ্রুকণায় স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া তাহা আভাষের মধ্যে রাখিয়াছি। অশ্রুকণার দ্বিতীয় সংস্করণে তদুপযোগী কয়েকটী নূতন কবিতা সন্নিবেশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

কবিতাগুলি নির্ব্বাচন ও গ্রন্থন সম্বন্ধে দোষ থাকাই সম্ভব; কারণ "কবিতারস মাধুর্য্যং কবের্বেত্তি ন তৎ কবি।" যুবতীশীর্ষক কবিতা অশ্রুকণা হইতে আভাষে স্থান দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কবিতার ৭ম পংক্তি কোন সমালোচকের মতে স্ত্রীলোকের কবিতার মধ্যে থাকা উচিত বিবেচনা না হওয়ায় আমি পংক্তিটি উঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহ কেহ উহাতে চিত্রের অঙ্গহীনতা প্রভৃতি দোষ দেখাইয়া উঠাইতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়াবস্থায় রাখিতে বাধ্য হইলাম।

কলিকাতা,
বহুবাজার, ১লা বৈশাখ
সন ১২৯৭ সাল।

রচয়িত্রী।

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র।

আভাষ।

পুষ্পনারী।

আশার শিশির জলে সিঞ্চন করিয়া ফুল,
গড়েছি বিনোদ গুচ্ছ, ঘেরিয়া পল্লবকুল,
যতনে সাজায়ে সাজী পাঠাতেছি উপহার,
জুড়ায় সুবাসে যদি একটুকু হৃদি কা'র।

বেছে বেছে তুলে ফুল. সাজায়েছি চারুডালা,
রচিয়াছি কণ্ঠহার, মুকুট, নূপুর, বালা,
পাঠাতেছি ঘরে ঘরে যদি কেহ ভালবেসে,
একটী কুসুম মোর তুলে পরে এলোকেশে!

বিনা সূতে গেঁথে হার কাঁদিতেছি নিরিবিলি,
ভাবিতেছি এ মালাটী দিব কা'র করে তুলি,
পরিতে বাসিত ভাল যে মোর সে গেছে চলে,
কা'রে আর দিব তবে, ফেলে দিই খুলে ধূলে!

ভুলে যাওয়া মুখগুলি যদি এ মালাটী হেরে,
মানসে ফুটিয়া উঠে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে,
সফল মানিব শ্রম না করি অধিক আশ,
দুঃখিনী কুসুম-নারী মালা গাঁথি বার মাস।

প্রকৃতি।

(১)

কি পুলকে কি বিষাদে, কি দিবসে কি নিশীথে,
প্রশান্ত মূরতিখানি নিয়ে আছ আঁখি আগে,
প্রেম-মাখা রূপ হেরি দূরে যায় আঁখি-বারি,
নিভ, নিভ আশাগুলি পুনঃ প্রাণে উঠে জেগে।

হৃদয় পরাণ মোর, অই রূপে সদা ভোর,
আকুল হয়েছে আঁখি অই রূপ-সুধা পিয়া।
তোমার জোছনা হাসি, প্রাণের পরাণে মিশি,
হৃদয়ের উপকূলে রহিয়াছে ঘুমাইয়া।

চিরদিন সমভাব, আর সে কাহারে পা'ব,
তোমা ছেড়ে কোথা যাব, তাই ভাবি মনে মনে,
ফুরাইলে এই কায়া কে মনে রাখিবে ছায়া,
এক মুঠা ভস্ম শুধু পড়ে রবে তব প্রাণে!

(২)

তবে, এসগো প্রকৃতি আজি দোঁহে মিলে একত্তরে,
যা কিছু বিভব সব দিয়ে পূজি প্রাণেশ্বরে;
আয়গো কুসুমবধূ
লইয়া হৃদয়-মধু,
আজিকে পূজিব বঁধূ মিলে সব চরাচরে।

ঢাল শশী সুধারাশি,
আয় রে শারদ নিশি,
শুভ্র আস্তরণ তোর বিছায়ে দে ধরাপরে।
ভূধর হৃদয় হ'তে
নির্ঝর ছুটেছে স্রোতে
নাচে লতা কাননেতে মৃদুল সমীর ভরে।
নদী গাহে কুল্ কুল্,
গাহিতেছে বুল্ বুল্,
যামিনী কনক ফুল তুলেছে আঁচল ভ'রে।

গাও, তবে, গাওরে হৃদয় মোর,
পুলকে হইয়া ভোর,
আজি ডাক্ বিশ্বে প্রাণে তোর খুলে দিয়া বদ্ধ দ্বারে।

বাদল।



কল্পনে, আমায় আজিকে সজনি,
লইয়া কোথাও চল,
মেঘের আঁধার ছেয়েছে গগন,
সই, ছেয়েছে মরমতল!

দুরাশার মত বিজলি চমকে,
পলকে মিলায় কায়,
জলভরা মেঘ মধুর গরজে,
কে মোরে ডাকিছে হায়!

ফুটিয়া উঠেছে প্রাসাদ, কুটীর,
গাছ পালা উপবন,
বিস্মৃতির কোলে উঠেছে ফুটিয়া,
তাহার মধুরানন!

সুনীল আকাশে ভাসে বকাবলী,
অমনি ভাসিয়া যাই,
চাতকীর মত আছিত চাহিয়া,
কেন না উড়িতে পাই!

একা এ আঁধারে বিরহ পাথারে,
ভাসিতে পারিনা আর,
নিয়ে যা আমারে নিয়ে যা সজনি,
সে ডাকিছে বার বার!

প্রভাতে জলাক্ষেত্র।



বিপুল প্রান্তর-হৃদি অতি দূর দূরান্তরে,
নীল আকাশের কোলে গিয়াছে মিশিয়া,
অকূল পরাণখানি লইয়া গগন যেন,
প্রশান্ত বুকেতে তার পড়েছে ঢলিয়া !

ছোট ছোট মাথা তুলি, ফুটে ঘাস ফুলগুলি,
হরিত গালিচা হ'তে উঠিল তপন,
নারিকেল-কুঞ্জ-মাঝে বসিয়া কৃষক-বধূ,
সোণার মুখানি তার করে নিরীক্ষণ।

কেশে কর পড়ে ঝ'রে, কাছে ছেলে খেলা করে,
হল কাঁধে যায় গেয়ে কৃষক সুজন,
হাঁস ভাসে দলে দলে, তরী বেয়ে যায় জেলে,
তৃণের লহরী খেলে মোহিয়া নয়ন।

হল কাঁধে গরুগুলি, সারাদিন ক্ষেতে ফিরে,
সারাদিন বৃষ্টি পড়ে মাথে।
সারাদিন 'পোলো' নিয়ে, জেলেদের ছেলে মেয়ে,
কি আনন্দে ভ্রমে জলাপথে !

এ শান্ত শ্যামল ক্ষেত্রে সরল সন্তোষ ছবি,
হেরে প্রাণ পুলকে আকুল,
মনে হয় আমি যেন এদের আপনা কেহ,
ক্ষণেকেতে হয়ে যায় ভুল !

নিদাঘে।

নিদাঘেতে দ্বিপ্রহরে, জানালা মুদিত ঘরে,
আঁধারেরে পরাণ সঁপিয়া ;
কোলে তার মাথা থুয়ে, নিরিবিলি আছি শুয়ে,
কাছে এল কল্পনা হাসিয়া।
পুরাতন ছবিগুলি, চোখের সম্মুখে খুলি',
ডেকে কহে সুমধুর স্বরে—
দেখ দেখ, চেয়ে দেখ, একবার চেয়ে দেখ,
কাহাদের আনিয়াছি ঘরে !
সেই বাল্যসখা সখী, যাহাদের নাহি দেখি,
পলকেতে হইতে আকুল ;
ছায়া যেন আলোকেতে, কায়া যেন মায়া সাথে,
গুচ্ছে যেন কামিনীর ফুল।
সেই শান্ত দ্বিপ্রহর, জনশূন্য সে প্রান্তর,
ঘুরে ঘুরে ঘুঘু দুটী ডাকে।
বায়ু বহে হু হু করি, তপ্ত ধূলা উঠে ঘুরি,
পথিকের নয়ন সন্তাপে।
পুকুরে পঙ্কের-কোলে, লিহ লিহ জিহ্বা মেলে,
অবসন্না নিদাঘে কুক্কুরী।
তীরে কুকো কুব্ কুব্, ছায়ায় মরালী চুপ,
পদ্মে শুধু আকুল ভ্রমরী।

নিদাঘে।

দুপুরে চাষার ঘরে, ঝাঁপ বন্ধ ঘর-দ্বারে,
স্নিগ্ধ বড় ঢেঁকীশালাখানি।
ছায়া হেথা মায়াপাশে, বাঁশঝাড় চারিপাশে,
কিচি মিচি সালিখের ধ্বনি।
নথখানি মুখে শুয়ে, আঁচল পাতিয়া ভুঁয়ে,
ঘুমাইছে কৃষকের দারা।
উঠানে তুলসী-শিরে, ঝারা-জল ঝরে ধীরে,
ছিদ্র ঘট সলিলেতে পোরা।
অপরাজিতাটী তার, ফুটাইয়া ফুলভার,
মাচাখানি নিলীমায় ঢাকি।
স্নিগ্ধ সে কুঞ্জের মাঝে, বিড়ালিটী শুয়ে আছে,
ছানাগুলি নিয়ে মুদি আঁখি!
হোথা দেখ ক্ষেতে চাহি, শ্রমজল পড়ে বাহি,
শিরে বাঁধা উত্তরী বসন।
গাত্র দহে ভানু-করে, দাত্রখানি আছে করে,
হেসে ধান বপে চাষাজন।

গোধূলী।



লুকাও রে তপন কিরণ,
সায়াহ্নের সুনীল অঞ্চলে ;
না ঢাকিলে সোণা মুখখানি,
কেন বাছা কেন রে না জানি,
স্বপ্ন মোর আসিবে না চলে।
তবে লুকারে লুকারে রবিকর,
আঁখি তার বিরহে কাতর ;
জলদের বুকে খেলা ক'রে,
ঘুমাগে যা সুনীল সাগরে।
হের, অন্ধকারে আকাশ ছাইয়া
রহস্যের শত ছবি নিয়া,
আসিতেছে স্বপ্ন সাথে নিশি,
তুই যারে দিবা সাথে চ'লে,
আমি গিয়া আঁধারেতে মিশি।



গ্রাম্য-সন্ধ্যা।



দিগন্তে ডুবিল রবি,
বসুধা কনক-ছবি
বিষাদেতে ছায়াময়ী মিলায় মিলায়।

পূরবে গগন-কোণে,
করুণা-ব্যথিত মনে,
নীরবেতে সন্ধ্যা-তারা মুখপানে চায়।

আঁধারে ছাইল ধরা,
প্রকৃতি নিস্তব্ধ পারা,
দূরে শুধু শোনা যায় ঝিল্লির স্বনন।

হলটী লইয়া কাঁধে,
অতি শ্রান্ত মৃদু পদে
ধীরে ধীরে গৃহে ফিরে কৃষক সুজন।

প্রশান্ত নিস্তব্ধ সব,
শুধু টুন্ টুন্ রব,
গাভী-গল-ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় দূরে।

কুটীরে কৃষক-দারা
দীপ হাতে নমে তারা,
তুলসী-তলায় আসি সন্ধ্যা দেয় ধীরে।

নিস্তব্ধ বনানী কায়া,
আঁধারেরে সঁপি দিয়া
জলধি জলেতে যদি ডুবিল তপন।

ব্যথিত কম্পিত শাখী,
গৃহে ফিরে যায় পাখী,
বিলাপ কাকলীপূর্ণ করিয়া গগন।

(ক্রমে) ধীরে ধীরে অতি ধীরে,
আলোকে নিষিক্ত ক'রে
মেঘের আড়াল হ'তে চাঁদ উঠে হেসে।

একে একে ফোটে তারা,
প্রেম নিমন্ত্রিতা তা'রা,
চাঁদেরে ঘেরিয়া সুখে সভা ক'রে বসে।

কোজাগর নিশি।

জগত সংসার আজি আমরি কি শোভিতেছে!
আজি কোজাগর নিশি,
জোছনায় ভাসাভাসি!
—যেন রাশি রাশি হাসি জগত প্লাবিয়া দেছে!
প্রেমের উৎসবে যেন,
আজ শশী নিমগন!
যারে দেখে তারে চুমে, প্রাণ প্রেমে ভেসে গেছে!
কল্ কল্ নদী-জল,
তক্ তক্ নিরমল,
রজত-মার্জ্জিত কায়া নেচে নেচে চলিতেছে।
ধীরি ধীরি তরি চলে,
দাঁড়-জলে সোণা জ্বলে,
আরোহী মধুর গলে সুখ-গান গাহিতেছে;
অধরে ফুটিয়া হাসি,
নয়নে উঠিছে ভাসি,
সুরে সুরে মেশামিশি, প্রাণে প্রাণ মিলিতেছে।
কুটীর, প্রান্তর, বন,
জোছনায় নিমগন,
কুসুমিত উপবন, সুখ-স্বপ্নে মজিতেছে!
ধরা আজি সুখে হারা—
তুমি, ত্যজি' দুঃখ-কারা,
এস জগতের পাশে সবে যবে আসিতেছে!

এ যে সুখ-স্বপ্ন-ভূমি,
মিলিবে না কেন তুমি?
আজি আলোকেরে চুমি, আঁধার মরিয়া গেছে!
জগৎ, সংসার আজি আমরি কি শোভিতেছে!

বাল্যস্মৃতি।



আজিকার রাতে বিমল জোছনা
আনিল বহে' কি গান।
ঘুমঘোরময় শৈশবের স্মৃতি
ছাইয়া দেছেগো প্রাণ।
পড়িতেছে মনে চিলের সে ছাদ
খেলাতে ধূলিতে মাখা;
বসিয়া যেখানে দেখিতাম চেয়ে
রামধনু নভে আঁকা।
যেখানে বসিয়া দেখিতাম চেয়ে
ঘুড়িতে ঘুড়িতে খেলা;
নারিকেল, বট, অশ্বথের শিরে
কষিত কাঞ্চন ঢালা।
বসিয়া যেখানে অবাক্ নয়নে,
শ্যামল দিগন্ত ধার
দেখে ভাবিতাম পৃথিবীর সীমা
ওই অবধি—নাহি আর।

বসিয়া যেখানে সঙ্গিনীর সনে
গাঁথিতাম বকুল ফুল,
দেখিতাম চেয়ে দুলিত কেমন
সখীর কাণের দুল।
পড়িছে মনেতে মায়ের কাছেতে
ভাই, বোন, সখা সখী,
কত গল্প শুনি কত কি কাহিনী
উপকথা 'চখা চখী'
বলিতে বলিতে জড়িত রসনা
ঘুমে মা'র আঁখি ঢুলে,
কত ব্যগ্র হয়ে, ভাইবোনগুলি
"ওমা, বল বল" বলে।
পড়িতেছে মনে বাঁধা ঘাট, মাঠ,
মঞ্চ, পথ, ফুলবন;
বৃষ্টি পড়ে সেই ছাপান পুকুরে,
হংসীদের সন্তরণ;
শরতের সেই স্বচ্ছ সরোবর,
কুমুদ কহ্লার দল;
বরষার সেই নিবিড় নীরদ,
ঝম ঝম বৃষ্টি জল।
পড়িতেছে মনে সুখের শরতে
কুমারে প্রতিমা গড়ে।
কত সাবধানে আঁকে চিত্রকর,
তুলিকা ধীরেতে নড়ে।

ময়ূরে কার্ত্তিক, বাণী করে বীণা,
হেরিয়া মোহিত প্রাণ ;
ইন্দিরার করে মোমের কমল,
ভ্রমরা হারাত জ্ঞান।
পড়িতেছে মনে কত হাসি খেলা,
শৈশবের সুখ দুঃখ,
ভাসা ভাসা আঁখি, কচি রাঙা ঠোঁট,
কত সুকুমার মুখ।
পড়িছে মনেতে পূজার আরতি,
ঢাক ঢোল কাড়া দল,
সঙ্গিনীর সনে চামর দোলানো
ঘুঙ্গুরের কোলাহল।
পড়িছে মনেতে শীতের সকালে
ভোরে মাঠে ছুটে খেলা।
মনে পড়িতেছে শেফালি বিছানো
শিউলি গাছের তলা।

ভগ্ন দেবালয়।

করিত আরতি, কাহার মূরতি,
ছিল এ মন্দির মাঝে।
মলয় চন্দনে, ফুল-আভরণে,
সজ্জিত সুন্দর সাজে।
নর নারী সবে মিলে ভক্তি-ভাবে
গাহিত বন্দনা গান,
শঙ্খ-ঘণ্টা-রব, ধূপের সৌরভ,
পবিত্র করিত প্রাণ।
বিকট করাল নিরদয় কাল,
হায় একি তার দশা,
সে দেবনিলয় শিবার আলয়,
পেচক, বায়স বাসা!
জরা-জীর্ণ প্রাণ ভগন সোপান,
একা প'ড়ে নদীকূলে,
পুরাতন বট বিলম্বিত-জট,
আননে প'ড়েছে ঝুলে।
কুলু কুলু ধ্বনি স্ফীতা গরবিণী,
সগর্ব্বে বহিয়া যায়,
কহিবারে কথা ফেলে শুষ্ক পাতা,
বট সম্ভাষিতে যায়।

মোহিনী নগরী সজ্জিতা সুন্দরী,
তোমার চিকণ ভাল,
তোর হাসি খুসী তোর বীণা বাঁশী,
চারু অট্টালিকা মাল।
কিছু মূল্য নাই এর কাছে ছাই,
বিভব রাশিতে ধিক্;
নবীন যৌবন সুচারু আনন,
থাক নিয়ে ফুল পিক।
এই জীর্ণ প্রাণ এ ভাঙ্গা সোপান,
এই বট জটাজাল;
এই নিরজন ভাবের ভবন,
কবির এ চিরকাল।

মেঘ।

বিপুল গগন-হৃদি ঢেকে ফেলে নিলীমায়,
তর্ তর্ নবঘন কোন দেশে চলে যায়?
ফোঁটা ফোঁটা আঁখি-জল বুঝি পড়ে নিরাশায়,
কেন অত গতি দ্রুত, কাহারে পাইতে চায়?
যারে, যারে, প্রাণ মোর হেথা কেন প'ড়ে আর,
মিশে যা চলে যা সাথে যদি দেখা পাস্ তার।
যেতে যেতে পথে যেতে যদি সে দেখিস্ কার,
বিষাদ-মলিন মুখ, নিরাশার অশ্রুধার,
তবে ভুলে গিয়া তোর ব্যথা,
দাঁড়াস্ দাঁড়াস্ সেথা,
সে ছবি আঁকিস্ প্রাণে দিয়ে অশ্রু উপহার।

ভবিষ্যৎ আছে জানা ধূলি' পরে ধূলি হবি,
কেন নিলি হেন প্রাণ যদি একা পড়ে র'বি।
যেতে যেতে পথে যেতে মেঘের আড়াল থেকে,
যে ভাল বাসে না তারে চেয়ে যাস্ প্রেম চোখে।

গ্রাম্য-ঝটিকা।

গাছ পালা শাঁ শাঁ ক'রে,
আসিতেছে ঝড়।
ধূলা উড়ে পাতা উড়ে,
বাঁশ কড়্ কড়্।
সড়্ সড়িয়ে কাঠবিড়ালী
খেজুর গাছে উঠে,
ল্যাজটী তুলে হাম্বারবে,
বাছুরগুলি ছুটে।
নীড়ে ফিরে যায় পাখী
কিচির মিচির ধ্বনি।
মাথায় কাপড় কাঁখে ছেলে,
ছোটে রজকিনী।
প্যাঁক্ প্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্
জলে থেকে উঠে,
এঁকে বেঁকে মরালগুলি
খোঁয়াড় পানে ছুটে।

মাঠে থেকে আসে কৃষাণ
লাঙ্গল ঘাড়ে করে,
"আয় রে মোদো ও সিধে—এ—এ"
ডাক্ পড়েছে ঘরে।
চিকির মিকির চিকির মিকির
চিকুর ঝলা রাঙা।
গড় গড়িয়ে ডাকে মেঘ,
জাঁতায় ডাল ভাঙা।

জাহ্নবী।

হীরক তরঙ্গ ভাঙ্গা পূত তরঙ্গিণী গঙ্গা,
দুই কুলে শোভিতা নগরী।
রাজার নন্দিনী মত পদতলে শত শত
সেবিতেছে কিঙ্কর কিঙ্করী।
তর্ তর শুভ্রবারি, ভূলোক পুলক করি,
আনমনে বহ হেলে দুলে,
কিবা ধনী কি ভিখারী, দুকূলে বিতরি বারি,
স্নেহময়ি, কোথা যাও চলে?
তট তরু শ্যাম কায়, মিশিয়া দিগন্ত কায়,
আকাশ প্রসারি শ্যাম শির।
নিচল আকাশ আঁখি, হৃদয় তরঙ্গ দেখি,
পুলকিত অধীর সমীর।

রৌপ্য-চরা-বালুকায়, ভিখারী ভিক্ষান্ন খায়,
সন্ন্যাসী জপয়ে জপমালা।
পূত উপকূল-কায়, মানব মিশায়ে কায়,
শান্তি পায় দুঃখ শোক জ্বালা।

বীণাপাণি।

মানস-সরোজলে, হৃদি কমল দলে,
বিহরে বীণাবাদিনী।
রুণু রুণু রুণ্ রুণ্ মূর্চ্ছনা সুনিপুণ,
গুন্ গুন্ সঙ্গীত-ধ্বনি।
পহিরণ ফুলসাজ বসন্ত রাগ-রাজ
খেলত এ তারে ও তারে,
মৃদুল ফুলবায়, উত্তরী উড়ে যায়
কুণ্ডল দুলয়ি অধীরে।
মুকুট মুঞ্জরী, আকুল পড়ে ঝরি,
চঞ্চল চিকুর চাঁচরা।
নাচত রঙ্গিণী, সঙ্গিনী সুহাসিনী,
মুখর চরণ মঞ্জীরা।
যত রাগ সুন্দরী, জননী বাণী ঘেরি,
গাহত বন্দনা গানে।
অঞ্জলী প্রেমফুল, লয়ে কোবিদকুল,
গদ গদ ফুল্ল নয়ানে।

লম্বিত ঘন কেশ, শুভ্র উজ্জল বেশ,
অধর মধুরহাসিনি।
নমঃ নমঃ সরস্বতি দেবি ভারতি
পিযূষ ভাষ-ভাষিণি।

ভৈরবী।

এস দিব তোমায় শ্যামা প্রেম-জবাফুলের মালা,
কালী-রূপে কাল-জায়া, তাই গো রসনা লোলা।
অজ্ঞতায় বধেছ ভীমা,
এই ত মায়ের ধারা গো মা,
নিঠুরতা বধি সতী পরিয়াছ মুণ্ডমালা।
স্বীয় শিব পদে দলি,
শিখাও স্বার্থে জলাঞ্জলী;
করালিনী-রূপে কালী পূর্ণ কর কালের খেলা।
ত্রিকাল, ত্রিনেত্র ভরি,
মোহনাশা দিগম্বরী,
শিব সতী শুভঙ্করী বরাভয়প্রদা বালা।

রাধিকা।

আহা কি সুন্দর রাতি, বিমল জোছনা ভাতি,
যমুনা সুনীল কাঁতি, বহে দুলে দুলে লো।
চাঁদ-ভাঙ্গা ঢেউ তুলি যমুনালহরীগুলি,
অলসে পড়িছে ঢুলি ধীরে উপকূলে লো,
মধুর মলয় বায় ধীরে ধীরে বহে' যায় ;
ও কে দূরে গান গায় ? মরি মরি মরি লো !
মুখানি হেরিতে ওর আকুল পরাণ মোর,
সাধ যায় কাছে যাই দেখি আঁখি ভরি লো।
হৃদি করে চিনি চিনি আঁখি না মানে সজনি,
যেন ওই সুরখানি শুনিয়াছি কবে লো।
আহা কি মধুর তান উদাস করিছে প্রাণ,
কে গাহে অমন গান বল্ তোরা সবে লো।
গগনে শারদ শশী হেসে পড়িতেছে খসি,
গানেতে যেতেছে ভাসি স্তব্ধ ধরাতল লো।
সুরে সুখে মেলামিলি প্রেমে সাধে গলাগলি,
উলটী পালটী স্রোতে প্রাণ ঢল ঢল লো।
ও গান মধুর মধু দূরে গায় পিক-বধূ,
প্রাণ ধরে' গোপবধূ কিসে রবে হায় লো!
স্তবধ যমুনাকূল, চকিত হরিণী-কুল,
নদীমুখে কুল কুল, বুঝি কুল যায় লো!

স্বপ্নহারা।

(১)

কে তারে লইল হরি,
নিশির তামসী মাঝে!
নূপুরের রুণু ঝুণু,
আর না হৃদয়ে বাজে।
হায়, নয়ন-তারার দেশে
বেড়াইত এলোকেশে
পলকে পলকে নব
মধুর মোহন সাজে।
তার সাথে প্রতি নিশি
খেলিতাম কাঁদি, হাসি,
লুকাত হেরিলে দিশি,
ঊষার অঞ্চল মাঝে।

স্বপ্নহারা।

(২)

স্বপন কৃপণ হ'লো হায় কোন অপরাধে!
সতত দেখাত যে গো এনে সেই মুখ-চাঁদে।
নয়ন তারার দেশে,
বেড়াত সে এলোকেশে,
কত কি দেখাত হেসে কাছে এসে সেধে সেধে।
কোমলা সরলা বালা,
না জানিত ছলা কলা;
সঁপিল বিরহ জ্বালা কে তারে রাখিয়া বেঁধে।
তাহার বিরহে মোর
এ ঘর হয়েছে ঘোর,
আর কে মুছাবে আঁখি-লোর, মরি একা অভাগিনী কেঁদে।

শুকতারা।

সারাটী রজনী জাগি, অলস মদির আঁখি,
সবে ঘুমাল আনন ঢাকি, আকাশের বুকে,—
মুখানি কিরণ-মাখা, তুমি কেন জেগে একা,
পাইতে কাহার দেখা অনিমেষ চোখে?

প্রতিনিশি জাগি জাগি, তবু শ্রান্ত নহে আঁখি,
তোমারে যেন গো দেখি বিরহীর পারা!
তবে সই কহ হেন, সমুজ্জ্বল শোভা কেন,
বাসরে বধূটী যেন, অতি মনোহরা!
তুমি কি প্রেমিক কবি, রজনী রহস্য ছবি
আঁকিছ নিরালা বসি গগন-প্রাঙ্গনে!
অথবা উষার সনে, মুগ্ধ প্রেম-আলাপনে,
ভুলে আছ অরুণের অসহ কিরণে!
কিবা, স্বপ্নের সীমন্ত হতে, খসিয়া পড়েছ পথে,
জগত মুগধকারী মোহময় মণি!
সারা-রাতি ছলাকলা দিয়া সুখ দিয়া জ্বালা,
তাড়াতাড়ি পলায়েছে ছুটে কুহকিনী!
কোন ভাবে কার আশে, একাকিনী থাক বসে,
ভাবিয়া না পাই শুধু মুগ্ধ হয় আঁখি!
চেয়ে দেখি বাতায়নে, চেয়ে আছ সুলোচনে,
আঁখিতে আঁখিতে মিলে হাস, হাসি সখি।

কারাগার।

কি উপকরণ দিয়া, না জানি গঠিত হিয়া,
সদা তাই ভাবি মনে মন,
অস্থিকারাগার মাঝে, কে উহারে স্থাপিয়াছে,
সসীমে অসীম সম্বেষ্টন।

কভু, অচল অটল, কভু সিন্ধু সচঞ্চল,
কখন কঠিন শিলা খানি,
কভু বা মোহিত ছলে সামান্য উত্তাপে গলে,
সুকোমল সদৃশ নবনী।
স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা, অনন্ত অতৃপ্ত আশা,
ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান;
পূর্ণ জ্ঞান, উচ্চশিক্ষা, অনন্ত কালের দীক্ষা,
ক্ষুদ্র পঞ্জরেতে গাহমান।
তুমি হৃদিহীন ধাতা, এ কি এ নিয়ম, পাতা,
নিরদয় তোমার বিচার!
বিপুল প্রেমের হৃদি, কোন্ দোষে তার বিধি,
অস্থিময় ক্ষুদ্র কারাগার?

(উত্তর)*

দেহ নহে কারাগার, নহে অস্থি-চর্ম্মসার,
নহে হেয় তুচ্ছ এ শরীর।
পবিত্র অক্ষয় বট, মাটীর মঙ্গল ঘট,
হৃদি-রূপা দেবতা মন্দির।
উজলি সহস্রাধার, প্রকৃতির অবতার,
বিরাজেন কুল-কুণ্ডলিনী।
মায়া মোহ সখী দুটী, আজ্ঞে ধায় ছুটাছুটী,
মর্ত্ত-ক্ষেত্রে নিত্য বিহারিণী।

---

* "কারাগার" এর উত্তরে ইহা জনৈক মাননীয় ব্যক্তির লিখিত।

শরীরের তন্ত্রে তন্ত্রে, নাচিছে দেবীর মন্ত্রে,
তাল লয়ে নহে কভু ভুল ;
হাসাতেছে হাসিতেছি, কাঁদাতেছে কাঁদিতেছি,
ভাবাতেছে ভাবিয়া আকুল।
তবে তুচ্ছ নহ তুমি, প্রকৃতির রঙ্গভূমি,
মহাশূন্য নহে তাঁর বাস।
অধীনে স্বাধীন প্রথা, লাঠী-বদ্ধ ঘুড়ী যথা,
উড়ে যায় সুদূর আকাশ।

বিস্মৃতা শকুন্তলা।

রজনী চাঁদিমা-শালিনী,
হীরক-ভূষিতা মালিনী
কুলু কুলু কুলু নাদিনী
কোথা যাও অভিসারিণী ?

তীর-তরু-ছায়-শোভিতা
সুনীল আঁচল আবৃতা,
ভাঙিয়া নিশির স্তবধতা
কি গান গাহিছ ভাবিনী ?

আকাশেতে চাঁদ হাসিছে
তব হৃদে ছায়া ভাসিছে,
সমীরে লহরী কাঁপিছে
কানন ব্যাপিয়া চাঁদিনী!

একলি তৃণের কুটীরে,
অলস-বিহীন আঁখিরে,
তুয়া সাথে আজি সখিরে,
কহি মম মন-কাহিনী!

হাসি রে তাপস বালিকা
ফুল তুলি গাঁথি মালিকা,
সখী মোর বন-সারিকা,
তরু-লতা ভাই-ভগিনী!

কিছুরি অভাব ছিলনা,
নাহি জানিতাম বেদনা,
উহাদেরি সুখে মগনা,
ওদেরি দুঃখেতে দুঃখিনী!

গগনেতে চাঁদ হেরিয়া,
কলিকা উঠিত ফুটিয়া,
সমীর খেলিত ছুটিয়া,
নাচিত লতিকা-ভগিনী!

বনে বনে গান গাহিয়ে;
বকুলের ফুল কুড়ায়ে
তাহাতে মালিকা গাঁথিয়ে
সাজাতেম সুখে শিখিনী!

হায়! কেন গো এমন হইল?
একি জ্বালা হায় ঘটিল,
কেন পোড়া আঁখি হেরিল
অতি দুরলভ সে জনে!

কেন মধু হাসি হাসিয়া
কুল-লাজ গেল নাশিয়া
গলে দিয়ে প্রেম ফাঁসিয়া
কেন গো বধিল পরাণে!

সরলা কানন কুমারী
বুঝিনে, নিষাদ-চাতুরী
হায়! বাজায়ে প্রেমের-বাঁশরী
ধরিল হৃদয়-হরিণে!

সুবিশাল নীল আঁখিয়া,
কি জানি কি বিষ ঢালিয়া,
হৃদয় ফেলিল জারিয়া,
এমন দেখিনি জনমে।

আর কি সে মন পাইব?
সে মুখ ভুলিতে নারিব,
দগ্ধ পরাণ ডারিব,
তোমার সুনীল জীবনে!

ব্রজাঙ্গনা।



(বিশাখা।)

কেন কেন কেন ওরে ডাকিস্ আকুল তানে,
কুলবতী কুলে থাকে ভাল কি লাগে না মনে?
কি তোর প্রেম অমূল,
বিনিময়ে চাহ কুল,
হায়, বিকশিত প্রেম-ফুল শুখাবে সে ত দুদিনে,
কেন কেন কেন ওরে ডাকিস্ আকুল তানে।

(সুদেবী।)

কাঁটা বনে ফুলফুটেছে আকুল অলি,
খেদে গুন্ গুন্ গায়,
ফিরিয়া ফিরিয়া যায়,
সৌরভে চিত মাতায় কুসুম কলি!

(চন্দ্রাবলী।)

সইলো ও মায়ামৃগ ধরে দেবে কে আমায়!
বাঁধিবারে গিয়া ওরে,
বাঁধা পড়ি শত ফেরে,
চুরি করিবারে গিয়ে ধরা দিয়ে প্রাণ যায়,
ধরে দেবে কে আমায়!

(ললিতা।)

চল লো সখি,
দূরে হতে করে গুণ, ও গুণী কেমন জন,
কি গুণে বাঁধিল মন আকুল আঁখি!
দেখি কি কৌশল তার, বিনা সুতে গাঁথে হার,
হানে শব্দভেদী শর বিনাশে পাখী!

(বৃন্দা।)

ঐ চলে যায় যায় মলিন মুখে,
কেন গো ফিরালে ওরে কিসের দুঃখে?
নিরাশা-আঁধার ঘোর,
ছাইল মুখানি ওর,
বিমল প্রেমের আলো থাকিতে বুকে
কেন গো ফিরালে ওরে কিসের দুঃখে?
কুসুমে পাষাণ যেন,
দেখি নিরদয় হেন,
তবে সকরুণ আঁখি কেন কি লাগি মুখে?
কেন গো ফিরালে ওরে কিসের দুঃখে!

(মানিনী রাধা।)

মন রাখা মন চাইনে আমি,
থাকুক সে মন তারি কাছে,
যার চোখে না জল ঝরে, কাঁদ্‌ব কি তার গলে ধরে?
সেটী ত পারব না কভু, মরে না হয় র'ব বেঁচে!

শ্যাম।



যাইবে চলিয়ে, রহিব ঘেরিয়ে,
কেমনে ফিরাবে মুখ?
তুমিত রমণী, তনুয়া নবনী,
নহে ত পাষাণ বুক।
তবু নয়ন-কমল, প্রেমে টলমল,
কমল আননখানি।
স্বভাবকোমলা কর কত ছলা,
তুঁহু রাই কমলিনী।
(কিবা) যেতে যদি পার, যাও তবে যাও,
মানা না করিব তোমা।
অসাধ্য সাধনা আর সাধিব না,
তু বড় কঠিনা রামা।
যেতে যদি পার, যাও তবে যাও,
আমি কাঁদিব না আর।
পাষাণের বেড়া-রুদ্ধ এ হৃদয়,
যাও ভেঙ্গে হৃদি-দ্বার।
(যাও) ফিরাবে তোমারে তৃষিত নয়ন,
ফিরাবে আকুল আশা,—
ফিরাবে তোমারে বাঁশরীর গান,
ফিরাবে প্রাণের ভাষা।

যদি গো না পারি মোহন বাঁশরী
ভাঙি ফেলিব যমুনা-জলে,
যদি নাহি পারি, শপথ প্রেমেরি ;
রাধে, মরিব চরণতলে।

কবিতা সখী।

সাধের পবনে, কল্পনা কাননে,
সখি, তুমি গো জীবন সাথী !
ভাষার আননে মরমের সুধা,
পিও সে দিবস রাতি।

ভাবের মৃণাল বাহু শত দিয়া,
সদা সাধ, তোরে রাখিতে বাঁধিয়া,
প্রদোষে, উষাতে, আঁখিতে আঁখিতে,
খেলিবে স্বপন-ভাতি !

সখি, তুমি সে জীবন সাথী।
হের নীরবেতে তারা, ঢালে প্রেমধারা,
ওই, পাপিয়া কাঁপায় রাতি !
আয়, দুঃখের মতন থাকিবি মিশিয়া
মরমে মরমে গাঁথি,
সখি, তুমি সে জীবন সাথী !

পঠ-মঞ্জরী।



মধুর পবনে, কুসুম-কাননে,
বসিয়া রমণী কে?
সুবরণ গোরী, যৌবন-মাধুরী,
উছলি উঠিছে দে!
আলু থালু বাস, হৃদয় উদাস,
মুখানি মলিন ভায়।
কুঞ্চিত কুন্তল, সমীরে চঞ্চল,
লুণ্ঠিত ভূতল কায়।
দু কপোলে ধারা, স্থির আঁখি-তারা,
পদ্মে যেন হিম-কণা,
ঘেরি সখী সব, বিষাদে নীরব,
নেহারি মলিনা দীনা!



বড় হংসিকা।



স্মের-আননী বিলোলা দিঠি,
মন্দ মৃদু হাসয়ি,
পুলকে সখা, সোহাগে মাখা,
মিঠি মিঠি ভাষয়ি!
অলস সুখে, কান্ত মুখে,
আধ আধ দিঠিয়া!
মাধুরী ছবি, নেহারি কবি,
মুগধ ভেল আঁখিয়া।



বসন্ত-রাগ।

হরিত কানন, লতাকুঞ্জবন,
দোয়েলা কোয়েলা গায়।
গন্ধে ভর ভর ফুল্ল ফুল থর,
উথলে সুবাস বায়।
রসে মাতোয়ারা ভ্রমরী ভ্রমরা,
গুন্, গুন্, গুন্, গুন্।
এ ফুলে ও ফুলে যেন বসে ভুলে,
সুচতুর সুনিপুণ।
মুকুট সুন্দর, চূতাঙ্কুর থর,
দোদুল মৃদুল বায়।
সুপীত বসন সুবর্ণ বরণ,
ফুলে ফুলময় কায়।
নাচে ধীরি ধীরি ময়ূর ময়ূরী,
খুলে চাঁদ-আঁকা পাখা।
প্রেমে ঢর ঢর নয়ন উজর,
মধুর আনন রাকা।
দুলি দুলি দুলি মরাল মরালী,
চারু সরোবরে ভাসে।
করে ফুল থর প্রফুল্ল অধর,
বসন্ত মৃদুল হাসে।

বাসন্তী যামিনী।



বিমল নিশি, পুলক দিশি
রজত হাসি হাসিছে,
আপনা হারা বিবশা ধরা,
সুরভি বাস শ্বাসিছে।
ললিত কায়া হেলিত ছায়া,
দোদুল ফুল লতিকা,
সমীর চুমে, তটিনী ঘুমে,
উরসে তারা মালিকা।
কুসুম-বধূ হৃদয়ে মধু,
বঁধুর মুখ চাহিয়া,
পুলকে গলি বিভল অলি
গাহিছে গান সাধিয়া।
কুজিত পিক মোহিত দিক,
ডাকিছে ওকি বধূরে ?
বিমল নিশি বিমল শশী
মিশিছে মধু মধুরে।
আকুল তান আকুল প্রাণ
চাহে চরণ কমল,
কোথায় সখা, দেহ হে দেখা,
ভকত-আঁখি সজল।

বসন্তে কানন রঙ্গ।



(প্রজাপতি ও কামিনী।)

কামিনী।—সখা, সুখের ভরমে, কিনিবারে দুঃখ,
হাসিয়া যেতেছ কোথা ?
প্রজা।—নারে না, জাননা, তুমি সে বোঝনা,
সে মোর অমিয়া লতা !
কামিনী।—সখা, আপনা চেননা, আপনা বোঝনা,
পরে কি বুঝেছ এত !
প্রজা।—ছিছি, ওকথা বোলনা, কুটিলা ললনা,
তোর মত নহে সেত।
কামিনী।—সখা, প্রণয়ের ফাঁদে সবে প'ড়ে কাঁদে,
হাসিতে দেখিনে কারে;
তাই বলি থাক, আর যেওনাক
কণ্টকী ফুলের ধারে।
প্রজা।—আপনার মত করিতে সবারে,
সাধ তোর যায় বুঝি ?
তোর কথা শুনে পাতার কুটীরে,
বসে থাকি চোখ বুজি !
সুনীল আকাশে বসন্ত বাতাসে
ভ্রমিগে হরযে সখী,
দেখিবি তখন আসিব যখন
প্রণয়-পরাগ মাখি।

তোরে বলে যাই আসিলে ভ্রমর,
মুখানি করিয়া ম্লান;
গেওনা তেমন বিষাদের সুরে
হতাশ প্রাণের গান।
আহা, অত ক'রে সাধে, অত ক'রে কাঁদে,
কি পাষাণ তোর বুক!
একাকী থাকিয়া একাকী কাঁদিয়া
বুঝিনা কি পাও সুখ।
এলে পরে অলি, ক'স্ সখী কথা,
লাজ সে কিসের এত?
সবক'টা বোন্ একই রকম,
এমনও দেখিনে ব্রত!

[প্রজাপতির প্রস্থান।

গুন্ গুন্ করিতে করিতে কামিনী গুচ্ছের
নিকটে আসিয়া ভ্রমরের গীত।

গীত।

চা'বিনে কি মুখ তুলে, আঁখি খুলে ফুল-রাণী?
পুরাতে মনের আশা, কেন সখী উদাসিনী?
বিমল হৃদয়-মধু,
না বিতরি ফুল-বধূ,
কি দুঃখে ঝরিয়া যাবি, বনমাঝে, বিরাগিণী?

কামিনীর গীত।

মধুপ, তোমার মধুর কথা,
বল গে তাহার কাণে।
রূপের কাঁটাতে পারে যে বিঁধিতে,
ব্যথিতে নয়ন বাণে।
ফুরাইলে মধু, তুমি মধু-বঁধু,
তারেও চাবেনা ফিরে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাতাগুলি তার,
যাইবে যখন ঝ'রে।
ধরার প্রণয় দেখেছি গো ঢের,
কপট প্রেমের খেলা।
অমন প্রণয় চাহিনা ত সখা,
সাধে কে কিনিবে জ্বালা?

[বিমুখে অলির রোষভরে প্রস্থান।

দ্বিতীয় নাট্য।

কণ্টকাঘাতে ছিন্নপক্ষ প্রজাপতির আগমন।

কামিনীর গীত।

একি একি একি সখা, ফিরে ত এসেছ সুখে?
মলিন মুখানি, কেন, কেন হেরি অধোমুখে?
মুছে ফেল, আঁখিধারা, এ ধরণী স্বার্থে ভরা,
তাই গো বলিয়াছিনু যেওনা কাহারো পাশে;
বিরল প্রেমিক হেন নিস্বার্থে যে ভালবাসে।

কিয়ৎক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে মলয়
সমীরের আগমন।

(কামিনীর প্রতি প্রজাপতি।)

গীত।

সখি লো আঁখি খুলে দেখ কে তব পাশে,
সুবাস বিতরিয়া তোষনা ওরে হেসে।
ওকি গো একি ধারা, লাজে যে হলি সারা,
কেন লো পাপড়িগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে খসে?
শুন লো ফুল-বধু, এ নহে মধু-বঁধু,
ফুরালে পরিমল আর না রবে দেশে।
সবারে ভালবাসে, সবারি থাকে পাশে,
মলয় সমীরণ নিলয় সব দেশে।

কামিনীর সুবাস প্রদান এবং ভ্রমরের আগমন।

গীত।

ভ্রমর।—সাধিলে কাঁদিলে কেন পাওয়া যায় না?
গুন্, গুন্, গুন্ করি,
দিবানিশি কেঁদে মরি,
হায়, এ পোড়া কপাল-গুণে, কেহ'চায় না!
মধু খুঁজে ভ্রমি ব'লে, কলঙ্ক দিয়েছে তুলে,
হায়! কেন হে মাধুরী অন্ধ, সে রূপধন্ধ চায় না!

[প্রস্থান।

হৃদয়ের কথা।

হারায়ে ফেলেছি সখী হৃদয়ের কথা,
শূন্য পানে চেয়ে তাই ভাবি শূন্য প্রাণে।
আকাশেতে গান গেয়ে পাখী উড়ে যায়,
"আয় চাঁদ," গেয়ে শিশু, কোলেতে ঘুমায়
জোছনা গাহিছে গান, আঁখি ঢুলু ঢুল।
তটিনী চলেছে গাহি কুলু কুলু কুল!
বিভাবরী গাহে গান সাড়া দেয় পিক্,
ফুল-বধূ গাহে গীত উথলয়ে দিক্।
একাকিনী বসে তাই ভাবি আনমনে
আমার গানটী কোথা ঘুমায় কে জানে।

ভাব।

বলিবারে চাই যাহা পারি না বলিতে,
ধরিবারে গিয়া তারে পারি না ধরিতে,
সে যেন রে মায়ামৃগ ক্ষণেক চমকি
বনের শ্যামল হৃদে কোথা হয় লুকি!
তার সে আঁখির জ্যোতি হৃদয় আকাশে,
বিজলীর ঝলা সম নিভে আর হাসে।
ভাষার বাগুরা হেন দেখি না ত কই?
ভাবের হরিণী যাহে ধরা পড়ে সই।

স্নেহ উপহার।

তুই কি তাঁহার, স্নেহ-উপহার,
পাঠালেন মোর করে।
মল্লিকার বাস, হিমাংশুর হাস
আসিলি শরীর ধরে?
তরল লোকনে, কি ভাষ কে জানে,
উথলি ঝরয়ে হিয়া;
স্বরগের ভাষ, মুখেতে প্রকাশ,
ফোটে আঁখি-পথ দিয়া!
এ হাসির রেখা, তাঁর প্রেম-লেখা,
কচি কিশলয় অধরে—
এ মুখ সৌরভ, কমল গৌরব
বুঝি পরাভব করে।
নবনীত গুটী, কচি কচি মুঠি,
ক্ষুদে পা দুখানি রাঙা।
দুপু-দাপু খেলা, মায়া-জাল মেলা,
মাঝে মাঝে "ওঁয়া" "ওঁয়া।"

অনাহুত।

তোদের মতন, অতিথি এমন
দেখিনে ত কভু জনমে;
কোন্ দেশে ছিলি, কোথা হ'তে এলি
জুড়াতে তাপিত মরমে;

চুরি ক'রে খাস্, কেড়ে নিয়ে যাস্,
উলটী পালটী সব ;
বকিবারে গিয়ে, ফেলি যে হাসিয়ে,
কি মধুর উপদ্রব !
বকিয়ে বকিয়ে, দিলি মেরে ফেলে,
এক কথা শত বার ;
কোথায় শিখিলি, ভাঙা চোরা বুলি ?
উত্তরে মেনেচি হার।
উঁকি ঝুঁকি চেয়ে, ছুটে যাও ভয়ে,
পুনঃ এসে ধর গলে ;
মিঠে মিঠে হেসে, কোলে চড়ে বসে,
প্রেম উৎস দাও খুলে !

অমিয়া বালা।

কালো কালো চুলগুলি,
মুখেতে পড়েছে ঝুলি,
ছুটে আসে বালিকা "অমিয়া ;"
"হাঁগো তুমি কোথা ছিলে,"
"আজকে তুমি কি এলে,"
বলিতে বলিতে হেসে ধরে জাপটিয়া।

"এখানেতে থাকিবে ত?"
"আজি চলে যাবে না ত?"
এই মত কত কথা বলে,
"হাঁগো তুমি ভালবাস?"
"তবে কেন আসনাক?"
একি দেখি শিশু হৃদি-তলে!
উচ্ছ্বাসিত প্রাণ, মন,
সজল নয়ন কোণ,
ক্ষুদ্র হৃদে এত প্রেম রাশি!
কি প্রেমিক সেই জন,
যাঁহার এ সিরজন,
স্মরিয়া, নয়ন নীরে ভাসি।
অমিয়া, অমিয়া ঢালা,
বাসি ভাল বাসি, বালা,
খেলা ধুলা কেন এলি ছেড়ে?
প্রেমের পুতলি তোরা,
সংসার, সুখের কারা,
বেঁধে রাখ্ স্নেহের নিগড়ে!

কাকাতুয়া।

অধরে চঞ্চুটী রাখি, কি বলিতে এস পাখী,
কেন রে দেখিলে মোরে নত কর মাথা?
তুমি কি বুঝেছ হায়, সমদুঃখী দুজনায়,
আমারো চরণ সখী, শিকলেতে বাঁধা?

তাই, কপোলে কপোল রাখি, বেদনা জানাও পাখী,
এসো দি, পায়ের খুলে শৃঙ্খল তোমার;
যাও, সুদূর কাননে গিয়ে, মন খুলে গেও প্রিয়ে,
ছার নারী জনমের বেদনা সম্ভার!
ভুলিওনা যেতে যেতে, উড়িয়া আকাশ-পথে,
আকুল করিয়া দিক্ গেও কণ্ঠ তুলে
"অযুত নারীর প্রাণ, নর করে বলিদান,
হয়েছে, হতেছে, আরও হবে, স্বার্থে ভুলে!"

ভাবী সুখ।

তুই আলেয়ার আলো—সংসার প্রান্তরে,
দূর হ'তে দেখে ভোলে মুগধ নয়ন।
কাছে গেলে ধীরে ধীরে দূরে যাস্ সোরে।
আঁধার বাড়াতে বুঝি জগতে জনম?
কিবা, তোরে দোষী বৃথা, দরিদ্র আমরা,
কিছুতেই পূরেনাক আকাঙ্ক্ষা-পশরা।

চোখ গেল।

অতি গূঢ় মরমের কথাটী আমার
কেমনে জেনেছ তুমি ভাবিয়া না পাই,
ভাসায়ে আকাশ নীল, বলি' বার বার
"চোখ গেল, চোখ গেল," চলিয়াছ গাহি!
আয় আয় কাছে আয় রাখিব না ধরে,
কি তোর সে আঁখি-শূল, বলিবি কি মোরে?

"পিউ" "পিউ" "পিউ" "পিউ" ও কাহার নাম ?
কে তোর বঁধুয়া তারে ডেকে কর গান ?
আজি এ চাঁদিনী রাতে পরাণ বিভোর,
ও তানে মিশায়ে তান গাই সাধ মোর।

চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল পাখী,
চোখ গেল—পরাণের মলিনতা দেখি,
চোখ গেল—সরলতা-হীন বসুন্ধরা,
চোখ গেল—ধনীদের দীনে ঘৃণা করা,

চোখ গেল—মানবের স্বার্থপর প্রাণ,
চোখ গেল—রমণীর নির্ম্মম-পরাণ,
চোখ গেল—যৌবনের তরী গর্ব্বভরা,
চোখ গেল—প্রেমিকের কলঙ্ক-পশরা,

চোখ গেল—মেঘে ঢাকা চাঁদিমার রাতি,
চোখ গেল—নিভ, নিভ, বন্ধুতার বাতি,
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল পাখী।
আর হইবে না বলা যা রহিল বাকী !

প্রভাতে পদ্ম।

জীবন সায়রে, কলিকা নলিনী
এখনো ফোটে নি ভাল।
প্রতিদল তার সরমে কুঞ্চিত,
অরুণ, ঢাল গো আলো।

বুঝেও বোঝনা, রাগে হয়ে রাঙা
ওকি, চলে যাও কোথা ?
না ঢালিলে কর, আধ মোদা থর
আর না খুলিবে পাতা।
চাহে ফিরে ফিরে, কাঁপিছে সমীরে,
শিশিরে আঁচল ভিজে।
প্রাণে প্রেম কথা, পাতে পাতে গাঁথা,
হৃদে শত ভাব যুঝে।

সায়াহ্নে।

সমীর ছুটিয়ে ফেলিল ছড়ায়ে,
গোলাপের দল গুলি।
হায়!—যাহার পরশে, ফুটিলি হরষে,
সে তোরে লুটালে ধুলি!
রূপের যৌবন গিয়াছে ঝরিয়া,
ফুরায়ে গিয়াছে মধু,
তাই,—কাছে আর, আসে নাক তোর,
চতুর ভ্রমর বঁধু!
মুগধ নয়নে তোর মুখ পানে,
চেয়ে যে থাকিত সই,
চারুরঙে মাখা সুকোমল পাখা,
সেই তোর সখা কই ?

ওরে !—কুজনের প্রেম কেবলি পরাণে
রেখে যায় দুঃখ, জ্বালা—
তাই,—ঝরা দল চেয়ে ব্যথিত হৃদয়ে,
কবি গাঁথে গীত-মালা।

শারদীয়া নিশিথিনী।

যেন রে আমারি তরে মোর মনোমত ক'রে,
বেছে বেছে নিধি বিধি গড়েছে সুতনুখানি !
পলক না পড়ে যদি,
চেয়ে থাকি নিরবধি,
শত শত বর্ষ ধরে দেখি তোর ও মুখানি !
তবুও পূরেনা আশা,
মিটে না দর্শন-তৃষা,
কিজানি কি দিয়ে তোরে নিরমিল নাহি জানি !
গত জন্ম সুখ-ছায়া,
ও তোর ললিত কায়া,
মায়ার মধুর মায়া শোভার পূরণ খণি !
ও মুখানি মনোহর,
রচিল যে শিল্পিবর,
তাঁরে চাহি সকাতর সদা হৃদি চাতকিনী !
শারদীয়া নিশিথিনী !

অভাগিনী



গভীর বেদনে লইয়ে,
এ ধারে ও ধারে চাহিয়ে,
ধীরে ধীরে আঁখি মুছিয়ে,
কোথা চ'লে যাস্ ভাই ?

আতপ-তাপিত-মালিকা,
আহা !—কাহার কিশোরী বালিকা,
কে দেছে ফেলে এ কলিকা,
অনলে হইতে ছাই !

আয় রে প্রাণের মাঝারে,
রাখিব স্নেহের আগারে,
সুখে কিবা দুঃখ আঁধারে,
রহিব আনন্দে চাই !

ভেবনা আমারে অপর,
জানিও, তোমারি এঘর,
জানিও, ব্যথার দোসর,
আর কিছু নাহি চাই !

না চাহি তোমার যতনে,
নাহিক প্রয়াস তাহাতে,
শুধু—বিমলিন ঐ আননে,
ফুটে যদি হাসি প্রভাতে !

যে তোমারে আর চাহে না,
যে দেছে তোমারে বেদনা,
যদি পার করো সুখী সে জনে !
চাও যদি পেতে পুলকে,
রেখ প্রাণে প্রেম-আলোকে,
ভুলনা সে ধরা-পালকে,
করুণা যাঁহার ভুবনে !

কাহে বালা পুছসি ?

কাহে বালা পুছসি নিশিদিন অনুক্ষণ,
কিয়ে ব্যথা পরাণে মোর,
নিবসি নিরজনে কিসিকো লাগিয়া,
মুছি এ নয়ন-লোর।
ভাষ নহি ফুটে রে মুকুল আননে,
কাতর নয়নে চাহ,
ক্ষুদ্দর অঙ্গুলী চিবুকে অরপয়ি
কাহে রে জানাও লেহ্।
ইহ হৃদয় মঝু দগধয় কোন তাপে
কি তোহে বুঝাব বালা !
বালি হৃদয় তব, হরষ পরতিমা
সমুঝবে কোন্ দুখ জ্বালা।

ইহ ভূমণ্ডল ভরমিণু দেশ দেশ,
ন মিলল রে সো বীণা,
যথি রে বাওবে ইহ রিঝ বেদন,
শুনইবে সো পিয় জনা।

নির্ম্মমতা।

বৈরাগ্যের নামে, কভু নির্ম্মমতা,
এসোনা নিকটে মোর।
ভালবেসে সুখ, কেন না বাসিব,
ছিঁড়িব, মমতা ডোর?
তোমার ক্ষমতা সব আছে জানা,
গোটাকত শুষ্ক-কথা।
উলটী পালটী, তাহাই লইয়া
ঘুরাইয়া দাও মাথা।
দিন রাত যুঝি শুকাব পরাণ,
কেন বা কিসের তরে?
তোমার সান্ত্বনা, তোমার মন্ত্রণা,
লয়ে তুমি থাক দূরে।
প্রেমের জগতে, তুমি হে বিরাগ,
বৃথা ভ্রম মিছামিছি।
ফুল, পাতা, পাখী, প্রাণে মেশামিশি,
সবে লয়ে সুখে আছি।

ধরা ভরা যশ, আছে, জানি তব,
জগতেতে বহু মান।
অতি-ক্ষুদ্র নারী ক্ষুদ্র হৃদি তারি,
হেথা কোথা তব স্থান।
কচি মুখে হাসি, বাসি সুধারাশি,
ফাঁসী হয় হোক্ তাই।
হয়ে জ্ঞানবান, মরুময় প্রাণ
কাজ নাই কাজ নাই!

মুগ্ধ-আঁখি।

মুগধ নয়ন মোর আঁকে হৃদে যারে তারে,
এইত গো ক্ষুদ্র হৃদি জানি না কেমনে ধরে।
মলিনা অপরাজিতা,
চারু লজ্জাবতী লতা,
মৃণালিনী বিকশিতা ঢল ঢল সরোবরে।
প্রজাপতি চারু পাখা,
রামধনু নভে আঁকা,
ঘাসেতে শিশির বিন্দু শরদিন্দু নীলাম্বরে।
এ মোর মনের আশা,
সবে পায় ভালবাসা,
আকুল পরাণ মম একা না রহিতে পারে।

সতত উছলি উঠে,
পাগলের মত ছুটে,
কাঁদিয়া ভূতলে লুঠে রহিতে দেখিলে দূরে।
স্নেহ-স্রোত নদী মত,
হ'তে চায় প্রবাহিত,
পাষাণ হৃদয়ে কত রাখিব রোধিয়া তারে।

শিশির।

ঘাসের বনে মুক্তামালা, ছড়িয়ে ফেলে চপল বালা,
রাতারাতি চলে গেছে কোন্ সাগরের পার—
—রাগ করে ছিঁড়েচে সাধের প্রেমের উপহার।
তারেই নিশির শিশির ব'লে, যাচ্চে লোকে পায়ে দলে,
হায় হায়! মুক্তাগুলি কেঁদে গলে বিরহে কাহার?
রাগ ক'রে ছিঁড়েচে সাধের প্রেমের উপহার।
অথবা কোন্ বিরহিণী, খুঁজতে এসে নয়ন-মণি,
দেখা বুঝি না পেয়ে তার, সারানিশি কেঁদে কেঁদে,
নিরাশ আশা প্রাণের তৃষা চোখের জলে গেছে গেঁথে।

বর্ষা।

নিবিড় ধূমল মেঘ ছেয়েছে গগন,
দুরু দুরু গুরু গুরু ঘন গরজন।
কুঁড়ে চালা, গাছ পালা ফোট ফোট ছবি,
আনমনে বাতায়নে বিমোহিত কবি।

সুনীল অম্বরে ক্ষীণ তড়িতের রেখা,
কষ্টি পাথরের গায় কষা স্বর্ণলেখা।
বাঁকা টেরা বৃষ্টি-ধারা এগিয়ে এল ধেয়ে,
আকুল পথিক এদিক্ ওদিক্ একেবারে নেয়ে।
এসে ছাট্ ভেজে খাট্ বন্ধ জানাল দোর,
দিন দুপুরে সন্ধ্যা ঘরে, বর্ষা আঁধার ঘোর।

সরে যাও।

কাছে থেক নাই, সরে যাও, ভাই
আপনা হইতে তুমি।
শুনে রূঢ় কথা, পাছে পাও ব্যথা—
তাই,—ভয়ে না প্রকাশি আমি।
জগত আমার, শোভার আগার,
পলকে পলকে নব।
কত প্রিয় প্রিয়া, জুড়ায় এ হিয়া,
কি তাহা তোমারে ক'ব।
তীক্ষ্ণ তর্ক ধার, পরাণে আমার,
ছুরীর অধিক বসে।
মোহন মুকুর, ভেঙ্গে হয় চূর,
তিলে, তিলে, ধরা খসে।
হায়!—তোর মুখে থাকি, ঐ তোর আঁখি,
তোরে ফাঁকী দিছে কত!
ভাবিয়া আমার হৃদয় কাতর,
হায়,—না দেখিলি এ জগত!

হাসিলে জোছনা, ত্রিদিব ললনা
কত আসে মোর পাশে ;
স্নেহভরা চোখে চেয়ে থাকে মুখে,
কত সুধা প্রাণে ভাসে !
এই মেঘ ভরা, এ বাদর ধরা,
এই স্নাত তরুলতা।
এই শৈত্য বায়, কি সঙ্গীত ভায়,
বহে আনে কত কথা।

প্রেম প্রতিমা।

সই,—বলি তোরে থাক দূরে
এস না এস না কাছে,
দূরে হ'তে নিরখিয়া,
র'ব প্রেমে তৃপ্ত হিয়া,
নহে,—সাধের প্রতিমা খানি,
মরীচিকা হবে কাছে।
পূত প্রেম-ফল্গুনদী,
হৃদে হৃদে বহে যদি,
তারে,—কি সুখ অধিক বাঁধি
মিলনের বালি বাঁধে।
হোক্ চিরজীবী আশা,
থাকুক প্রাণে পিপাসা,
মিছা কেনই মিলন আশা,
প্রেমে সুখ দূরে কেঁদে।

প্রেমের প্রতিমা খানি হৃদয় মন্দিরে মোর
যেখানে সৌন্দর্য্য হেরে তারি ভাবে হয় ভোর।
কুন্দ, বিম্ব, নীলোৎপল, শশধর, শতদল,
সুরভি, জোছনা, আর সুনীল জলদ ঘোর।
গম্ভীর অশনিভাষ পিক-বধূ মধূচ্ছাস,
ঊষার হরষ রাশ, সন্ধ্যার বিষাদ ঘোর।
গিরি, দরী, সিন্ধু, বন, যা কিছু আছে শোভন,
সবে সে রূপ মোহন হেরে ঝরে আঁখি-লোর।
প্রেমের প্রতিমা খানি হৃদয় মন্দিরে মোর।

মিলন ও বিরহ।



মিলন।

মিলন মিলন কত বারই বলি,
কই রে মিলন কই ?
মিলন চাহিতে বিরহ সায়রে,
ডোব ডোব তরী সই !
ভাসা ভাসা নদী আশাভরা তরী
বেয়ে চলি ধীরি ধীরি,
অনন্তের কুলে মধুর মিলনে,
যদি রে মিশিতে পারি।

লইয়া বিদায় সবে চলে যায়
দেখা না হইতে শেষ—
বুঝি তাই ভয়ে মরি, যাই সরি সরি
করিতে প্রাণে প্রবেশ।
লাগে যদি বোঝা ফেলে যেও সোজা,
গিয়াছে ফেলিয়া সবে।
একা আসিয়াছি যাব চলে একা,
ভেসে ভেসে ভবার্ণবে।

বিরহ।*

অধরে মোহন হাসি, নয়নে অমৃত ভাসে,
বিরহে জাগাতে শুধু মিলন পরাণে আসে।
কই রে মিলন কোথা সেকি হেথা আছে আর!
রাখিয়া গিয়াছে শুধু গরল পরশ তার।
ফুলটী সে দিয়ে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে,
হাসি যত নিয়ে গেছে অশ্রুজল গেছে দিয়ে।
সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে নিয়ে গেছে সন্ধ্যা-তারা,
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা।
ফুলটী সে নিয়ে গেছে ফেলে গেছে কাঁটা দুটী,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি।

মিলন।

দূরে হ'তে কাছে আনা স্বভাব আমার,
ফুরাইয়া যায় কাজ মিশে গেলে দুটী।
জগত রয়েছে দূরে হইতে আমার,
আনিতে পরাণে তায় করি ছুটাছুটী।
প্রেমের জগতে আমি মধ্য আকর্ষণ।
বিরহ রূপেতে আমি সম্পূর্ণ মিলন।

* মিলনের উত্তরে এই কবিতাটী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর লিখিত

বিরহ।

বিরহে থাকে প্রেম মরমে মিশি,
তাই অদরশনে সুখসাধে ভাসি,
বিরহে আঁখি আগে, সকলি জেগে থাকে,
আঁখিতে আঁখিতে হলে শুধু জাগে হাসি!

আমোদিনী।

সন্তোষের মত চিরদিন তুমি,
থেক রে প্রাণের কাছে।
হৃদয় আমার বিশ্বাসের মত,
তোমারই সামীপ্য যাচে।
সুমধুর হাসি অধরে, নয়নে,
সারা মুখানিতে ভায়।
প্রেম-রাশি যেন মাধুরী হইয়া,
ঢেকেছে তনুয়া কায়।
দূরে কি নিকটে, সম্পদে সঙ্কটে,
জানি, ত্যজিবে না মোরে;
শুধু ভাবি হায়, ফেলিয়া আমায়,
কখন পালাবে দূরে।

বিদেশিনী।

যত প্রেম ছিল সই ঢালিয়া হৃদয়ে,
চির ঋণী করে মোরে গেছ পলাইয়া।
ফিরাইয়া দিব বলে ডাকি তোমা প্রিয়ে,
কোন সমুদ্রের পারে আছ লুকাইয়া?
কাতর আহ্বান মোর পশেনা কি সেথা?
কাহার বজ্ররবে হেন চির-বধিরতা?
হায়! আজি বরষার দিনে হৃদয় আঁধার,
তোমা বিনা মন-ব্যথা কারে ক'ব আর।
ফুরাইয়া গেলে পর পার্থিব জীবন,
কে জানে পড়িব কোথা নির্জ্জন-মরুতে,
দেখিতে পাব কি তোর সুচারু আনন,
দিন রাত যাহা মোর জেগে আছে চিতে?
মিটেনি যে সব আশা ক্ষুদ্র এ ধরায়,
পূরেছে কি সেথা কোন রজত নিশায়?

তুমি।

তুমি গো শোভার সাথী,
সাথে সাথে ফির মোর,
হাসিলে জোছনা নিশি,
ছাইলে জলদ ঘোর।

নিরজনে বাপী-কূলে,
সায়াহ্নে অশোক-মূলে।
স্বপনে মিলন-কুলে,
অই রূপে হৃদি ভোর।
তুমি গো শোভার সাথী,
সাথে সাথে ফির মোর।

তোমাকে।

তোমাকে দেখেছি কোন্ খানে,
ভুলে গেছি, নাহি পড়ে মনে।
কিন্তু, ও হাসিটী তব
পরিচিত, নহে নব,
অঙ্কিত হিয়ার কোণে কোণে
তাই নয়ন হাসিয়া চায়,
কর পরশিতে ধায়,
রসনা অধীর সম্ভাষণে।
তোমাকে দেখেছি কোন্ খানে—
পড়ে পড়ে, নাহি পড়ে মনে।

তোমাকে।



তোমাকে যাইলে দেখিতে,
আঁখি পায়না, পায়না, পায়না কূল।
লুকায় সুনীল সিন্ধু, লুকায় তপন, ইন্দু,
লুকায় জগত বিন্দু, আকৃতি-সঙ্কুল!
রূপাতীত, গুণাতীত, ভাষাতীত, জ্ঞানাতীত,
কিসে বা পাইবে চিত, অনুমিতি স্থূল।
তোমাকে যাইলে দেখিতে,
আঁখি পায়না পায়না, পায়না, কূল!



ভুল।



সবাই সবারে বোঝে ভুল!
একি রে রহস্য অভিনয়?
পলকে পলকে হুলুস্থুল,
ধরা যেন ইন্দ্রজাল-ময়।
পাইয়াও পাইনি বলিয়া,
ভুলে যাই কাছে হতে দূরে;
ফেলিয়া সরল পথ খানি,
আঁকা বাঁকা ঢিবি মরি ঘুরে,
এ কাহার অভিশাপ নাকি?
নহে কেন এমনিই হয়,

বিশ্বাস ত কেহ নাহি করে!
বিশ্বাসিতে চাহে না হৃদয়!
তবু মরি কাছে কাছে টেনে,
জাগাইয়া বিশ্বাসের আঁখি,
কি বলিব কত প্রাণপণে,
পলাতক মন বেঁধে রাখি।

মুহুরী।

ভুল ত সবারে বোঝে সবে,
মোরে শুধু পেড়াপেড়ী হায়।
নিত্য ভুল ধরার হিসাবে,
কেবা দেখে কেই বা মিলায়!
গোঁজামিলে চলেছে সংসার,
দেখি আর হাসি, গাই গান।
আমি ত করিনি কিছু চুরী;
মোরে কেন খর বাক্য-বাণ?
চুপ করে ভাবি বসে তাই,
তেমন মুহুরী পাকা কই;
নয়নে নয়ন হলে পরে,
ফাঁকী জুঁকী ধরা পড়ে সই?

সঙ্গীত।

গানের পাথারে প'ড়ে, বুঝি সই যাই ডুবে,
তোল তোল তোল।
ও পীযূষ ঘূর্ণিপাকে, ফেলো না শতেক পাকে,
খোল সই খোল।
(কিবা,) ও তোমার গীত-ধ্বনি,
যেন সুধা সঞ্জীবনী,
প্রেমেরে সে বাঁচাইয়া তোলে।
নিদ্রিত লহরীচয় জেগে উঠে ধীরে বয়,
কি স্বপ্ন দেখিয়া আঁখি খোলে।
হায়!—নীরস কঠিন হৃদি অসাড় পাষাণ সম,
হয়েছিল বিহীন চেতনা।
কে জানেরে কোথা দিয়ে
ও তান্ প্রবেশি হিয়ে
অনুভবি দিল, সে বেদনা!

সখী।

অই সুমধুর হাসি, এই ভালবাসা-বাসি,
জীবন ফুরালে যদি সবই হয় ছাই।
থাক, থাক, দূরে থাক, কাছে আর এসনাক,
ভালবাসা ঢেকে রাখ এই ভিক্ষা চাই;
—সখী প্রেমে কাজ নাই।

এই দুদিনের ভবমেলা, যদি ফুরায় সাঁঝের বেলা,
তবে মিছার প্রেমের খেলা খেলিতে না চাই,
—সখী প্রেমে কাজ নাই।
কেহ কারে নাহি চাবে প্রভাতে পলাবে সবে,
বাহুপাশে বাঁধা এবে শেষে একা ছাই!
—সখী প্রেমে কাজ নাই।
আছে কিরে হেন বিধি, একত্তরে দুটী হৃদি,
কাঁচির মতন পাবে অনন্তেতে ঠাঁই?
তবে ভালবাসা চাই।
চির প্রেম রহে যদি, তবে নিয়ে এস হৃদি,
হাসিয়া নয়নে তবে নয়ন মিলাই;
—নহে প্রেমে কাজ নাই।

মালা।

ছোট জিনিষ।

ছোট ছোট যুঁইগুলি তুলি, গেঁথে হয় মালা মনোহর!
ছোট ছোট বালকের মুখ, আনে প্রাণে স্নেহের নির্ঝর!
ছোট ছোট বিহগের ডাক, শ্রবণে শুনিতে সুমধুর!
ছোট ছোট তারকার হারে শোভায় গগন ভরপুর!
অতিক্ষুদ্র শিশিরের কণা, তৃণ আস্তরণে ঝলমল!
বিলোড়িত ক'রে দেয় প্রাণ ক্ষুদ্র এক ফোঁটা আঁখিজল!
নয়নের ক্ষুদ্র দুটী তারা, মরমেতে ঢালে প্রেমধারা!
ওগো তাই বলি তাই বলি তবে, ক্ষুদ্রে কেন অনাদর ভবে?

রুদ্ধ স্নেহ।

যাতনার বোঝা যেন রুদ্ধ স্নেহ তার,
কোমল হৃদয়খানি ক'রে আছে ভার,
নিশ্বাসি লইতে বায়ু নাহিক শকতি,
যেন, কুসুম উদ্যান মাঝে পাষাণ মূরতি !

দাও দাও।

দাও দাও হৃদয়ের গ্রন্থি দাও খুলে
আসুক সরল কথা হইয়া বাহির,
কত খেলা লুকাচুরী পাতা আর ফুলে !
সৌরভের আশে হোথা অধীর সমীর।
পড়ুক ধরার প্রাণে ধীরে ধীরে ধীরে
স্বর্গ হতে পড়ে যথা বিমল শিশির।
পড়ুক, কুঞ্চিত প্রাণে অমৃতের মত
জাগরিত হয়ে সত্যে উঠুক জগত।

কেনই।

জলভরা মেঘ সম সদা ভার ভার;
হয়ে আছে দিবানিশি হৃদয় আমার।
জানিনাক কি দেখিতে ভুলে আঁখি খুলি,
কেনই চমকে ক্ষীণ আশার বিজলী ?

উজানে।

যেতে উজানে সাধ যে প্রাণে,
কেন পারিনে কেন পারিনে?
তরী ভেসে যায়, করি কি যে হায়,
হলো রাখা দায় দ্রুত পবনে;
ঘোর আঁধারে, পড়ে অপারে,
স্রোত পাথারে ভাসি একাকী,
ভাসি একাকী!
হৃদি কাঁপে চাই, কূল কোথা পাই?
তীরে যারে তারে পাব কি?
তারে পাব কি?

ভগ্নতরী।

দুই কূল হতে ডাকে মিলনের তরুতলা,
মাঝে জীবন বিরহনদী, শত উর্ম্মি-সমাকূলা!
এ পারে উঠিতে গেলে কায়াগুলি ব্যবধান,
চাহিয়া অপর পারে আতঙ্কে শুকায় প্রাণ!
দুর্ভেদ্য আঁধার ঘোর সাথী প্রতিকূল বায়,
নিরাশার ভগ্নতরী ডোব ডোব পায় পায়।

শঙ্কিতা।

যদি কভু কারে আমি বেসে থাকি ভাল,
তাহারি শপথ লয়ে ডাকিতেছি তোরে,
দেখিছি সুন্দর তোর মুখানি সরল,
আছে দেখিবারে সাধ হৃদয় খানি রে।

ভয় নাই, প্রাণ নিয়ে খেলা নাহি করি,
জানি না পরাতে পায়ে মোহিনীর ডুরি।
চখে চখে মিলায়ে দেখিতে ভালবাসি,
প্রাণ খুলে পারি দিতে অশ্রু আর হাসি।

আত্মহত্যা।

যাতনার বোঝা যদি বড় ভারী হয়।
নিরাশার ঝড় যদি সারানিশি বয়।
যদি দুকূল উছলি বহে বিরহের ঢেউ,
তবু এ সুন্দর জগতে যেন নাহি মরে কেউ।

আত্মহত্যা।

হৃদয়-কৌটায় আমি জনম ভরিয়া,
প্রেম-হলাহল সখী করেছি সঞ্চয়।
করিব তা পান এবে পরাণ পূরিয়া,
আত্মহত্যা করিবার এই সে সময়।

নারী।

মুখে প্রকাশিতে ভালবাসা জানে না নারী
তার গভীর প্রণয়-সিন্ধু নিথর বারি।
সমীর কাঁপায় কূলে, ঝড়ে ও গিরি না টলে,
আছে প্রবাদ, গণ্ডুষ জলে খেলে সফরী।

সুখ ও দুঃখ।

আয় রে সুখ, দুঃখ, লহরী তুলি তুলি,
তলাতে পারিবি না ঘুরণা পাকে ফেলি!

ফুলের মত যাব ভাসিয়া হেলে দুলে,
সমীর অনুকূল কিবা সে প্রতিকূলে?
ঊর্ম্মি যাবে নিয়ে, ভাসায়ে দেশে দেশে,
দেখিব ফাঁদে ফেলে বাঁধিতে পারে কে সে?
সমান ভাবে আছি দুয়েরি মাঝখানে,
ভাঙ্গেনি তটধূলি, কাহারো খর টানে।

ভবের হাট।

না জানি কি শাপ লিখা ভবের বাজার,
যাহা চাই তাহা নাই সবি আছে আর!
তবে আপণে আপণে ফিরে, কেন বৃথা মরি ঘুরে,
চল চল গৃহে ফিরে ধরেছে বেজার!
যাহা চাই তাহা নাই, সবই আছে আর!

কল্পনাবধূ।

নিকটেতে গেলে পরে দূরে যাবে স'রে,
দূর হতে ওর পানে থেক শুধু চেয়ে।
ও নয়ত ধ্রুবতারা আকাঙ্ক্ষা সাগরে,
প্রাণ-হরা স্মৃতিভরা মরিচীকা মেয়ে!
ও নহে চাঁদিমা আলো হিয়ার আঁধারে,
আলেয়ার আলো ওই সংসার প্রান্তরে
কারে চেয়ে কোথা ধীরে করিছ গমন,
দিগ্‌ভ্রান্ত প্রিয় পান্থ বিমুগ্ধ-নয়ন?

জগৎ, সত্য ও সরলতা।

ছুটী অগ্নিশিখা সম দুখানি হৃদয়,
দূরে দূরে জ্বলিতেছে চাহিয়া সময়।
আছে চেয়ে তৃষাকুল কাতর নয়নে,
পিপাসিত উভচিত উভেরি কারণে।
যবে,—কাঁটালতা কপটতা ভস্ম হয়ে যাবে,
কাছে এসে ধীরে ধীরে দোঁহে দোঁহা চাবে।
চিরপরিচিত ছুটী সুন্দর জীবন,
বাঁধ ভেঙ্গে হবে চির প্রাণের মিলন।

সন্দেহ।

প্রেম বুঝি নাহি গো আমার?
ভাল বুঝি বাসি না কাহারে।
নহে কেন খুলিয়া ভাণ্ডার।
আগুইয়া পিছে যাই সরে?

সাহসী বিড়াল।

বিছানার পরে, বসিয়া গম্ভীরে,
গল্প শুনি আনমনে।
সঙ্গিনী সকলে, বসে মিলে জুলে,
কেহ কহে, কেহ শোনে।

কোথা হ'তে কোথা, চলে যায় কথা,
কত মিঠা ছাই পাঁশ!
আকাশ পাতাল, ভাবি চিরকাল,
সবে করে পরিহাস।
সহসা একি এ, না বলে না কয়ে,
কোথাকার দেশাচারে,
বিড়ালের শিশু, লাফাইয়া আশু,
বসিল অঙ্কের পরে।
নয় চেনা-শুনা, কি নাম জানিনা,
এ বড় গায়ের জোর।
সবার সাক্ষাতে, বিনা আদেশেতে,
বসিল অঙ্কেতে মোর।
পশুর প্রণয়, বড় ভাল নয়,
নখ-দাঁতে ভয় করি,
না চাই সভ্যতা, বিশ্ব প্রেমিকতা
গায়েতে রাখিয়া সরি!

ধরণী।

তোমার হৃদয়-কুসুম-কাননে
থরে থরে ফুল কতই ফুটে।
সৌরভে আকুল মানস বাতুল,
তুলিতে সে ফুল যায় গো ছুটে।

বেছে বেছে তুলি যতনে কুসুম,
পরাতে সবারে সাধের মালা।
পাতা চাপা ছিল, না ডাকিতে এল,
বিঁধে গেল করে হায় কি জ্বালা!
কাঁটার ধরম কাঁটার জনম
বিঁধুনির তরে তাহা সে জানি।
জ্বলাবে জ্বলাও ক্ষতি কিছু নাই,
শুন গো কণ্টক একটী বাণী।
স্বভাব আচারে বেঁধ যা'রে তা'রে
পথে পড়ে থেকে, চরণ-তলে।
কোমলে বিঁধিয়া সুখ পাও ব'লে,
পাষাণ বিঁধিতে যেওনা ভুলে।

নীলকণ্ঠ।

সহিয়াছি বিরহ তাঁহার ভাবিতে যা পারিনেক মনে।
মুছিয়াছি নয়নের ধার মরুময়ী নিরাশা-সদনে।
সীমা হতে সীমান্তরে চেয়ে দেখিয়াছি পরাণের সাধ
—ধূলির শয়নে লুটাইয়া! শব লয়ে শিবার বিবাদ?
তবে, নিন্দুকের মুখে যাহা ফিরে, অতি তুচ্ছ হলাহল-কণা,
সেই কিনা দিতে করে সাধ নীলকণ্ঠে গরল বেদনা!

অলস প্রেম।

প্রেমের চরণ, অলস যে দিন,
সে দিনই নিধন তার।
প্রেম উদ্দীপক, জানে তা প্রেমিক,
প্রেমে করে আগুসার।
দুর্গম কান্তার, নদ নদী পার,
ত্রিলোক সুগম হয়।
'পলকে প্রলয়' প্রলাপ ত নয়,
যবে মনে প্রেম রয়।
আড়া মোড়া হাই, যাই কি না যাই,
যাই বা কেমন ক'রে।
এ কাজ সে কাজ, মিছা কালব্যাজ,
তার প্রেম গেছে মরে!

অতৃপ্তি।

(১)

প্রেমে তৃপ্ত যার মন, সে নহে প্রেমিক জন,
তৃপ্তি জগতের সর্ব্বনাশ।
তৃপ্ত যবে হবে ধরা, সে দিন জানিবে মরা,
অতৃপ্তিই জীবন বিকাশ।
অতৃপ্তি, অশান্তি নয়, ঘোর কালকূট-চয়
উগারিয়া না দহে জীবন।
সুন্দর প্রেমের ছবি অতৃপ্তি অমর কবি,
সদা সাধ সুন্দর দর্শন।

(২)

বিধি যদি দুটী আঁখি অধিক না দিলে,
জগতে সুন্দর তবে কেন নিরমিলে?
বরিষার নবঘন,
বসন্তের ফুল্লবন,
সুন্দর শারদ নিশি; কেনই সৃজিলে!

হায়!—রূপ-গন্ধে প্রাণ ভোরা,
কোথা দিয়ে যায় হোরা,
হইয়াছি দিশেহারা সৌন্দর্য্যের জালে!

হায়!—তেমন মধুর ক'রে,
কেন গঠেছিলে তারে,
দিয়ে পুনঃ নিলে হ'রে, কি কার্য্য সাধিলে!
দেখিয়াছি নিশি দিন,
তবু রূপতৃষা দীন!
আঁখিময় হ'লে প্রাণ পুরিত বা কালে!
বিধি কেন দুটী আঁখি, অধিক না দিলে!

পিপাসা।

বিশ্বের প্রেমের নদী, শেষ হয়ে যায় যদি,
হৃদয়ের তৃষা পূরাইতে,
তবু ও কি পারে তা পূর্ণিতে?
হৃদয়, করিয়া শূন্য প্রেমের নির্ঝর,
কতই ঢালিল ধারা, কোথায় তলিয়ে সারা,
কি গভীর খাদ এই প্রাণের ভিতর?

অনন্ত তৃষিত হৃদি, সীমাবদ্ধ প্রেম-নদী,
কেমনে রাক্ষসী তৃষা করিবে পূরণ,
হায়!—পিপাসার হবে না মরণ!
পিপাসিত চাতকের তৃষা পূরাইতে
পারেনাক, সরসী বিমল।
তার তরে আছে ধারা-জল।
অসীম নীলিমা'কাশ মিশিয়া সাগর বুকে
—দেখে স্বীয় কান্তির নীলিমা।
পুনঃ সুদূর গগন হ'তে কোন সূত্র বাহী হায়!
উথলে জলধি হৃদি, প্রেমিক চন্দ্রমা?
তবে,—তব এ ঘোর তৃষার বারি,
নাই তাহা মনে করি,
শ্রান্ত হয়োনাক, পান্থ প্রাণ,
প্রকৃতির নহে তা বিধান।

নিরাশ পথিক।

একাকী বিজনে পান্থ কত খেদ গান গাও,
আলোকে করিয়া সাথী অনন্তের পথে যাও,
কেনই বিফল আশা,
নাই কি তোমার বাসা,
কেন সবই ভাসা ভাসা,
জগতের পানে চাও?

একাকী বিজনে পান্থ কত খেদ গান গাও!
মোছ অশ্রু-জল-রাশি,
হায়!—হেসনা নিরাশ হাসি,
জীবন পূর্ণিমা নিশি
দু দণ্ডের মেঘে ছাও!
একাকী বিজনে পান্থ কত খেদ গান গাও!
নিশিথে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন যত যায় দেখা,
সফল না হয় সব অস্পষ্ট অলক্ষ্য রেখা।
তাবলে কি উষা এলে চা'বেনা রবির পানে,
জীবন কাটায়ে দিবে বিফল স্বপ্নের ধ্যানে?
কিসের বেদনা ছার,
কেনই গভীর শ্বাস?
প্রাণে আন নব বল,
মিছে, বৃথা হা হুতাশ।
সাধ প্রাণে আছে যার জীবন্ত তাঁহারই আশা,
(নহে) সাধ-হীন, আশা-হীন, লক্ষ্য-হীন ভালবাসা।

পথিক।

আঁকা বাঁকা গিরী পথ উঁচু নীচু অসমান,
চলেছে পথিক দুটী, গাহিয়া স্বপন গান!
সপ্তমে উঠিছে সুর শিহরি পাষাণ কায়,
চকিত আকুল আঁখি উভে চারি দিকে চায়!
ধীরে ধীরে কেঁদে ধীরে শূন্যেতে মিলিছে তান।
আঁকা বাঁকা গিরিপথ, মাঝে শিলা ব্যবধান।

সম্মুখে ধূসর সন্ধ্যা, পিছনে জোছনা ভায়,—
আকুল ব্যাকুল হৃদি উভয়ে উভয়ে চায়।

পুনর্ম্মিলনে।

(১)

অনন্ত উদ্যান মাঝে, শত ফুল ফুটে আছে,
কে জানে কোথায় আঁখি সে মুখ দেখিতে পাবে,
যে মুখানি নিরুপম, চির পরিচিত সম,
স্মৃতিরে আকুল করি প্রাণে মিশিতে চাবে,
কে জানে সুদূর গ্রহে কোথা আছে সেই প্রিয়া,
হৃদয় সমুদ্রে যার এ স্রোত মিলাবে গিয়া!

(২)

কভু কি সে দিন হবে,
যেদিন প্রেমের ভবে
মিশিবে সবার প্রাণ
সবাকার সনে?

ক্ষুদ্র আমি ডুবে গিয়া, উঠিবে বিরাট হিয়া,
করুণার অশ্রুধার বহিবে নয়নে!
প্রীতির পুলক ভাতি নিরাশি আঁধার রাতি
চাহি সত্য সনাতনে হইবে ব্যাকুল;
ভ্রম, গর্ব্ব পরিহরি করুণায় প্রাণ ভরি,
ভিখারী ভূপেশ কবে হবে সমতুল?

অবলা।

কি বলিব লোকনিন্দা ভয়ে,
কাঁপে মোর অবলা পরাণ

কেমনে সবার মাঝে পশি,
গাব আমি জীবনের গান,
হাস হাস দাও মোরে লাজ,
করি না গো জীবনের কাজ,
নহি তুচ্ছ যশ অভিলাষী,
পারি, খুলে দেখাতে হৃদয়,
মোরা নারী সংসারের দাসী,
তাই সে কাহার কেহ নয়।
চিররুদ্ধ জ্ঞানাগার দ্বার,
প্রকৃতির কোলেতে লালিত,
বুদ্ধি-বল শ্রেষ্ঠ বল-সার,
তাই—নর-করে, নারী অধিকৃত,
মোরা নহি সংসারের কেহ,
নহি দেবী, জননী, ভগিনী,
(তা হইলে) মম নিন্দাবাদে তব গেহ
আনন্দে জাগ্রত কেন শুনি?
আমাদের থাকিলে সম্মান
(পুরুষের) ধর্ম্ম রাজ্য যেত না অতলে।
মোরা ভোগ্যা পুরুষের স্থান
শত রাজ্য তাই রসাতলে,
কে কি বলে শুনে ভয়ে মরি,
হায়!—নিন্দে যারা তারা ছায়া কালো,
আশঙ্কায় আপনা পাশরি
ম্লান দেখি হৃদয়ের আলো,
ছি ছি খ্যাতি অবলা মোদেরি,

হার করে পরিয়াছি গলে,
ভীতি-মুগ্ধ এ আমারে হেরি,
কেঁদ সখী, কাঁদিও বিরলে।
দুর্ব্বলেরে ঘৃণা করে সবে,
দয়া, ধর্ম্ম, স্নেহ, মহত্ত্বতা,
সাহিত্যের শব্দ শুধু রবে,
অর্থশূন্য ক্রিয়া-হীন কথা।

বসে বসে।

দুঃখ-সাগরের কূলে বসে বসে ঢেউ গণি !
আঁধার রজনী ঘোরা,
আকাশ চন্দ্রমা হারা,
শিরোপরে মিটি মিটি
জ্বলিতেছে তারা গুণি,
দুঃখ-সাগরের কূলে বসে বসে ঢেউ গণি !
চারিদিক পানে চাই,
কূল না দেখিতে পাই,
ধীরি ধীরি মৃদু বেয়ে
আসিছে তরণী খানি,
দুঃখ-সাগরের কূলে বসে বসে ঢেউ গণি !
মধুর সঙ্গীত ভায়,
তরী বুঝি বয়ে যায়,
কে তুমি তরীর মাঝে
দেখি দেখি মুখ খানি ?

দুঃখ-সাগরের কূলে বসে বসে ঢেউ গণি!
একি—আঁধার এ উপকূলে
কেন গো নামিয়া এলে,
কিনিতে কি সুখ মূলে
দুঃখের বাণিজ্য বিনী?
দুঃখ-সাগরের কূলে বসে বসে ঢেউ গণি!

বিরহ সাগরে।

বিরহ সাগরে ভাসে তনু-তরী
মিলনের কূলে দেখা না পাই,
প্রতিকূল বায় আঘাতিয়া ধায়
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে কোথায় যাই।
কেহ নাই সাথী ভাসি দিবারাতি
অকূলে অকূল পরাণ লয়ে—
মনে অনুমানি ডুবিবে তরণী;
প্রেম এ তরীর তরুণ নেয়ে*
যায় যাক প্রাণ না যাব উজান,
ডুবে যদি মরি সেওত সুখ,
সুধু ভয় করি ডুবে গেলে তরী
জগতে কাণ্ডারী পাবে কি দুখ?

---

* নেয়ে—নাবিক।

সখা।

নব যৌবনের সেই বসন্ত পরশ
—জন্ম জন্মান্তরে বুঝি রবে গো জাগিয়া,
নিদাঘের প্রাণে যথা, সমীর অলস
—প্রবাহিত হয়, চির-তাপ জুড়াইয়া!
কিবা,—কুসুমের হৃদে যথা জড়িত সুরভি,
সৌন্দর্য্য পরশে যথা চির ভোর কবি।

হিংসুক।

নিশার আঁধারে ঢেকে নিঠুর মূরতি
চুপে চুপে পা টিপিয়া ধ্বংস আসে ধীরে,
কেবলই মানস শোভা করিতে বিকৃতি
অযুত আঁখির আগে অলক্ষিতে ফেরে।
নিশ্বাস গরল বায়ু সঞ্চারি ভুবনে
ক্ষয় করে সুখ স্বাস্থ্য অমূল্য রতন,
আরক্ত কমলমুখে কালিমা সঞ্চারে
ধীরে ধীরে চুরি করে জগত-জীবন।

সুখের দিবস।

হাসিতে খেলিতে সুখের দিবস
যখন আসে গো কাছে,
জানে সে ক'জন ভাবে সে ক'জন
কি ঢাকা তাহার মাঝে।

পুলকের রাঙ্গা গোলাপ কপোল
মুখানি হরষ ভায়,
ভাবের আবেশে আঁখি ঢুলু ঢুলু
আধেক নয়নে চায়।
হেরে সে মাধুরী আপনা পাশরি,
হৃদয়, বিভল পারা।
প্রফুল্ল কাননে বসন্তের দিনে,
বিস্মৃতি বরিষা ধারা।
হায়—কুসুমের বুকে গোপনে যেমন
কুটিল কীটের বাস,
বিজলীর বুকে চাপা সে যেমন
বিকট বজর ভাষ,
শিশুর বুকেতে লুকান যেমন
মৃতা জননীর ছায়া,
সুখ-দিবা-বুকে তেমতি গোপন
দুঃখের কালিমা কায়া!

সোণার কাটী।

নিরাশ প্রণয়ী যত উপাস বৃক্ষের মত
দেখে তোমা প্রণয় হে অদৃষ্ট বিগুণে।
আমি কিন্তু অনুক্ষণ, ওই পূত চন্দ্রানন,
মৃত সঞ্জীবন সম ভাবি মনে মনে।
তুমি প্রেম নিরুপম,
সুবর্ণ শলাকা সম

জাগাও মুমূর্ষু হৃদি কি মন্ত্রের পরশে,
জন্মান্ধ যে জন হায়!
কেমনে দেখিবে কায়,
বিরহেরই রাজ্যে তব সিংহাসন ঝলসে।
এ ধরণী নিরন্তর,
বিরহেতে জর জর,
শত দিবানিশি যায় সম্ভাষণ করিয়া।
শতেক সুকণ্ঠ পাখী,
নাম ধরে ডাকি ডাকি,
লুকায় অনন্ত কোলে প্রেমালাপ ত্যজিয়া।
শতেক জোছনা রাতি
ছড়ায়ে পুলক ভাতি
ভেবেছিল রবে চির পরাণেতে মিশিয়া,
পরে হলে পক্ষ গত,
বিদেশী বান্ধব মত
একেবারে গেল ফেলে মায়া দয়া ত্যজিয়া।
তাবলে প্রকৃতি রাণী
হয়নি ত উদাসিনী,
হৃদয়-কমল খানি যায়নি ত শুকিয়া
যে আশে পারশে, হাসে তারি মুখে চাহিয়া,
(নিরাশের হৃদে তুমি চিরদিনই বাঁচিয়া।)

রূপার কাটী বা নিষ্ঠুরতা।

তোমার পরশ চণ্ডী বড়ই ভীষণ !
জীবন্তেতে মৃত্যুপম রজত শলাকা সম,
ছুঁইলে মরিয়া যায় মানবের মন।
রুদ্ররূপা, এধরায় তুমি না থাকিলে হায় !
প্রাণীর শোণিত নাহি দেখিত নয়ন—
হ'ত ধরা সুখ-ভরা নন্দনকানন।
তোমার পরশ চণ্ডী বড়ই ভীষণ !

জানি না।

জানি না ঘুচিবে মোর, কবে এদীনতা ঘোর,
চেয়ে থাকা মানবের মুখে !
মিলন, বিচ্ছেদ, গান, কবে হবে অবসান—
মগ্ন হ'ব শান্তিময় সুখে।
স্থিরা ভোগবতী সম, হৃদয়-অর্ণব মম,
কবে হবে তরঙ্গ-বিহীন—
নিবৃত্তির স্নিগ্ধ কোলে, র'ব সুখে অঙ্গ ঢেলে,
স্বপ্নহীন নিদ্রাতে বিলীন !

ভিক্ষা।

সুখ কিবা দুঃখ আর কিছু নাহি চাই,
সন্তোষেরে সদা যেন হৃদি মাঝে পাই,

যা কিছু দিয়াছ, আর যাহা দিবে, বহে
যেতে পারি দীর্ঘপথ ওই মুখে চেয়ে।
কিবা জীবনের আলো, কিবা অন্ধকার!
কেবলি মায়ার ভ্রান্তি মনের বিকার।

তিন কাল।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান!
হায়!—হ'ল বুঝি ত্রিকালই সমান।
অসার অনিত্য কায়া,
শুধু কতগুলি ছায়া,
করিতেছি তাদেরই ধেয়ান।
হায়!—হলো বুঝি ত্রিকালই সমান।
ভবিষ্যতে আঁধা ঘোর!
কিন্তু কোথা আশা মোর,
জীবন ত মৃণাল সমান!
রহিবে ত এ মুগ্ধ পরাণ?
আবার আবার ত রে,
ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে,
মোহ-সূত্রে হবে বদ্ধ প্রাণ!
হায়!—হলো বুঝি ত্রিকালই সমান।

আলোক।

যে আলোক আছে হৃদয়ে আমার,
যাহার ভাতিতে উজল কায়;
আঁখি-পথ হ'তে সরায়ে তাহারে,
সেথায় দাঁড়াতে চাহিস হায়!
এ হেন বৈরিতা সাধিবে ব'লে কি,
ধরেছি জঠরে যতন ক'রে?
হেসে খেলে বাছা থাক চির সুখে;
রেখ না থেক না অমন ঘিরে
এ পূত, এ সিত আলোকের ছটা।

বাসনা।

উজল চাঁদিনী বাসন্তী যামিনী
সুখেতে জগত হাসে।
হ'তে চাহে হৃদি, বেদনার সাথী,
দুঃখেতে যে জন ভাসে।
কেঁহ ভালবেসে কাছে এসে ব'সে
যদি কহে মন-কথা,
হৃদয় খুলিয়া আপনা ভাবিয়া
জানায় প্রাণের ব্যথা।

হেন মনে হয় সারা ধরাময়,
ভ্রমি প্রতি ঘরে ঘরে,
সজল নয়ন, মলিন আনন,
রাখিতে হৃদয়ে ধরে।
বিপুল ধরায় কত হৃদে হায়,
নাহি সুখ তিল স্থল,
প্রতি নিশি হায় বহে লয়ে যায়
কত পদ্ম আঁখি জল!
শত সুকুমার, কিশলয় হৃদি
ধূলি পরে অনাদরে।
কুসুম-কলিকা সদৃশ বালিকা
জ্বরিত সন্তাপ জ্বরে!
আছে কি এমন, অনুতাপে মন
দহেনি যাহার ভবে?
কে আছে এমন ভুলেও বেদন
দেয়নি কাহারে কবে?
হায়!—থাকে যদি কেহ, সুখে থাক্ সেহ,
দুঃখিনী তারে না চায়,
ব্যথার ব্যথিনী, চির অভাগিনী
যতেক দুঃখিনী আয়।

পতিতা।

মলিন অধরে তোর কপট মধুর হাসি
হেরে, ভুলে যায় সদা পথিকের মন।
কিন্তু অতি দীন-দৃষ্টি তোর, মুখেতে কজ্জল মাখি,
ঢাকা দিতে চাহে তার নীর-আভরণ।
তোর কথা ভেবে মনে, বড় দুঃখ পাই প্রাণে,
সরলা নারীর হায় একি পরিণাম!
প'ড়ে কি স্বপন ঘোরে, কি সুখ আশায় হা রে,
করিলে সুন্দর হৃদি নরকের ধাম!
মিষ্টভাষে মুগ্ধ হয়ে, সহস্র কপট নেয়ে
হাতে তরী দিলি সঁপে অবোধ দুর্ব্বল,
কেড়ে নিয়ে রত্নগুলি, ঘোর ঘূর্ণাপাকে ফেলি,
ডুবাইয়া তরী, তীরে হাসে খল খল!
(ওরে) করুণা প্রতিমা নারী কি শাপে রে নিশাচরী,
অনাসে বিনাশ ক'রে প্রাণের পুতুল।
কি প্রমত্ত রে যৌবন, কি সে ছার প্রলোভন,
বিধির বিধান যাহে সব হয় ভুল।

ব্যথা।

ফেলিতে চাহি রে তোরে বিস্মৃতির জলে,
কেন' আছ আঁকড়িয়া পরাণের তলে?
কেন মোর হৃদে তোর মুখ জেগে দিবানিশি?
ঘুমালেও ছাড়িস না স্বপনেতে পশি,
তবে, জীবনে কি ভুলিবি না দুরন্ত রাক্ষসী?

অসন্তোষ।

যারে আমি স্বপনে না চাই,
সে কেন আসে গো মোর ঠাঁই ?
সে কেন ফিরে গো পিছে মোর ?
ধরা তারে দিলে পরে ছাই,
তবে ত পরাবে প্রেম-ডোর ?
সিন্ধুসম বিস্তারিত হিয়া,
ক্ষুদ্র কূপে লবে কি করিয়া ?

যদি।

যদি জগতেতে নাহি সুখ, এস তবে এস মন,
তোমাতে আমাতে মিলি, নিজনে করি রোদন।
আর, কি দেখিতে শতবার, ভ্রমিব রে চারি ধার,
যদি, আঁখি না দেখিল কা'র, প্রফুল্ল হৃদয়-মন ?
এস তবে এস মন,
তোমাতে আমাতে এস নিজনে করি রোদন।

অভিনয়।

(১)

যদি কারো নাহি থাকে প্রেম,
যেন করেনাক মিছে তার ভাণ।

প্রেম হীন প্রেম অভিনয়
হেরিয়া, সরমে মরে প্রাণ!
নয়নের চটুল চাহনি
রাখে ঢেকে পল্লব আড়ালে,
নহে কার সরল হিয়ার মাঝে গিয়ে
ছলনা অনল দিবে জ্বেলে।
অভ্যস্ত যে সুমধুর বাণী
অতি মিঠা মিছরীর ছুরী,
রক্ষা করো, প্রণয়-দেবতা,
মুক্ত প্রাণ নাহি করে চুরী।

(২)

বলিবার নাই কিছু খুলে,
মিলে যদি পরাণে পরাণ,
প্রেমিকের কথা আঁখি-কূলে,
বুঝাইয়া দেয় সে নয়ান।
বুঝিয়া হাসে সে ভালবাসা
আর সবে শুধু চেয়ে রয়,
সভয়ে পিছায়ে পড়ে ভাষা;
নীরব প্রেমের অভিনয়!

সৌন্দর্য্য।

দূরেতে দাঁড়ায়ে দেখ রূপ!
ছুঁয়ো না রে হইবে বিরূপ,
ফুল ফুটে আছে গাছে,
যেও না উহার কাছে,
নিশ্বাসে মলিন হবে, পরশে সরস যাবে,
ভোগে না মাধুরী র'বে রে মন লোলুপ।

পূর্ণ সৌন্দর্য্য।

এমন সুন্দরী ধরা কেন গো হয়েছ তুমি?
পূরেনা সৌন্দর্য্য-তৃষা—অপূর্ণ লাবণ্য-ভূমি।
প্রশান্ত নীলাম্বু রাশি,
তারকা, তপন, শশী,
অভ্রভেদী শৈলমালা, মুক্তাবর্ষী নির্ঝরিণী।
এ মোর হিয়ার কাছে
পরাভব মানিয়াছে,
তাই দিবসে লুকায়ে শশী, নিশাঞ্চলে দিনমণি।
ফুল, ঝ'রে পড়ে খুলে,
সিন্ধু, কাঁদে ফুলে ফুলে,
কুলু কুলু কেঁদে মরে সাগরেতে স্রোতস্বিনী।
তরুতলে ম্লান ছায়,
জোছনা বিবর্ণ কায়,
হায়!—হৃদি ত না সাম্য পায়, কোথা পূর্ণরূপখনি!

উচাটন।

কি মন্ত্রেতে কোন জন
চিত্ত মোর উচাটন
করিয়াছে, দেখ সহচরী।
কেন কেবলি যমুনাকূলে,
ভুলিয়া চরণ চলে,
মনে আসে মেঘের মাধুরী ?
দেখ খুঁজে অবিরাম,
এই ব্রজে কোথা ধাম,
কিবা নাম, পুরুষ কি নারী।
সখি, কালিন্দীর শ্যাম কূল,
সুশ্যামল নীপ-মূল,
ঘনশ্যাম গগনের তল ;
শিখির শ্যামল পাখা,
শ্যামল দিগন্ত রেখা,
কেন শ্যামা দেখে, চোখে আসে জল ?
কুলবতী কুলবালা,
হায় কি হইল জ্বালা,
চিত আলা পাগলিনী প্রায় !
গৃহ, সম কারাগার,
জীবন, দুর্ব্বহ ভার,
উচাটিত সতত হিয়ায়।
দেখ তোরা দেখে সখী আয় !

গরবিণী।



নয়ন তাহার, প্রেম পারাবার,
অকূল কিনারা নাই।
ক্ষুদ্র প্রাণ মোর, দুর আশা ঘোর,
সাঁতারি তরিতে চাই।
উজল সরল কটাক্ষ কোমল,
কত ভাব ভাতি ভরা,
কত সুখ-ছায়, পূত হাসি তায়,
কিরণে উজল ধরা।
হোক্ হোক্ প্রাণ চিরমজ্জমান,
ও অমৃত নীরধিতে।
রমণী বিভব, রূপের গরব,
মিশুক ধূলির সাথে।



মুগ্ধা বা সন্দিগ্ধা।



সে দুটী নয়ন তার, হেরিলাম বার বার,
কেমন সে বলিতে না পারি।
পরশিতে যাই কাছে কি জানি কি তাহে আছে,
চেয়ে চেয়ে আপনা পাসরি।
সই, একি হল কহ না আমায়,
প্রাণ কেন সদা তারে চায়।

ভাল বাসে কি না বাসে তা ত কভু কহে না সে,
শুধু নীরবেতে হাসে সেই হাসিখানি।
সে হাসি বকুল বায় পরাণ উদাসী হায়,
অধরে মিলায়ে যায় আঁধারি অবনী।
যুগ যুগ বর্ষ ধ'রে চিনিতে নারিনু তারে
দিন রাত কাছে কাছে থাকি।
সদা হেন মনে লয় প্রেমসিন্ধু সে হৃদয়,
কভু ভাবি সবই বুঝি ফাঁকি!

বয়ঃ সন্ধি।

আজ্ হ'তে খেলতে আমি
আর যাবনা, বকুলফুল!
বিপিন বড় মুখের পানে
চেয়ে থাকে ঢুলু-ঢুল্।
কে জানে ভাই লজ্জা করে
খেলতে কেমন লুকোচুরী।
চায় যদি কেউ আমার পানে
সেথায় কেমন রইতে নারি

নবোঢ়া।

এতার কেমন ভালবাসা
বুঝিতে পারিনা সখি!

পলাতে পায়না পথ,
আঁখিতে মিলিলে আঁখি!
চেয়ে থাকি আসার আশে,
লুকিয়ে বেড়ায় আশে পাশে;
যদিবা সম্মুখে আসে,
ঘোমটাতে মুখ ঢাকি!
একার কেমন ভালবাসা
বুঝিতে পারি না, সখি!
আদরে ধরিলে পাণি,
অমনি সে লয় টানি;
চুমিলে অধর-খানি
জলে আঁখি ছল ছল,
বুকে যেন নাহি বল।
সাধিলে কাঁদিলে শত,
তবু কথা কহে না ত;
হাতেতে রাখিলে হাত,
নামাইয়া রাখে ধীরে,
দেখে না চাহিয়া ফিরে!
সুধায়ো তারে, সজনী,
কি হেতু সে গরবিণী?
রূপ-গর্ব্বে প্রেম-মণি
পরিতে চাহে না কিরে?

যুবতী।

মুকুরের মাঝে হসিত মুখানি,
হরিণ-নয়নী বালা।
লাবণ্য-জোছনা, তনুতে ধরে না,
রূপেতে কুটীর আলা!
খুলিয়া ভাঙিয়া আঁচড়ায় চুল,
কেশের উপরে চম্পক আঙুল,
উরস-সরসে কনক-মুকুল
রূপের সলিলে ভাসে।
দেখে মৃদু মৃদু হাসে।
আপনার রূপে আপনি মোহিত,
নিজের স্বস্বরে নিজে চমকিত,
গ্রীবার উপরে বিলোল কবরী,
এ পাশে ও পাশে দেখিছে নেহারি,
কোমল করেতে আঘাতিছে ধীরি,
মনোনীত হয় না।
বলয় কিঙ্কিনী, মৃদু ঝিনি ঝিনী,
বিমল ললাটে মুকুতার শ্রেণী,
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মকণা
মনোনীত হয় না।

বাসর-সজ্জা।

বিনায়ে বাঁধিল চুল কাণে দিল নীল ফুল,
  কবরীতে বেল-ফুল বিতরে সুবাস।
নব মল্লিকার মালা, যতনে গেঁথেছে বালা,
  কটিতে মেখলা-মালা, পরে নীলবাস।
হতাশ নয়নে চায়, কই এল না ত হায়,
  নিশি যে পোহায়ে যায়, বৃথা ফুল-সাজ গো!
নয়নে কজ্জল-লেখা, অধরে তাম্বুল-রেখা,
  বাসর কাটিল একা, ছি ছি ছি কি লাজ গো!

প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা।

বসে ওই মেঘের পরে
  সাধ করে, সই, যাইলো ভেসে,
হৃদয়ের ধন—প্রাণের রতন
  আছে যথায়—যাই সে দেশে!
চুপে চুপে গিয়ে কাছে
  দেখিব সে কেমন আছে,
কি দিয়ে বুক বাঁধিয়াছে,
  সুখে কি আছে বিরসে।
আর, মুছে মুছে আঁখিবারি,
  দিন না গণিতে পারি!
একেলা বাঁচিতে নারি
  তার মিছে আসার আশে!

বিরাগিণী।

কেন বেঁধে দিলি চুল,
পরাইয়া দিলি ফুল,
কেন বা পরালি দুল,
মুকুতার হার লো?
নয়নে কাজল দিয়ে
কেন দিলি সাজাইয়ে,
নীল বাস পরাইয়ে
করালি বাহার লো।
যৌবন মিছার জানি,
সুখ মরীচিকা মানি,
হইব যোগিনী আমি,
কাজ নাই সাজে লো।
পরিব না প্রেম-ফাঁসি,
মুক্ত প্রাণ ভাল বাসি,
প্রেমের সোহাগ-রাশি,
বাসি সম বাজে লো।

প্রেমিকা।

সই, পিরীতি পরাণ চাহে।
কত জন্ম ঘুরে, কোন্ সুরপুরে,
না জানি মিলিবে কাহে?

সই—দরশ পরশ সুখে যার আশ,
পিরীতি না তারে চিনে।
হায়!—নয়নে নয়ন মিলাইতে জল
না জানি আকুল কেনে।
সই—হিয়ার মাঝার অলখিতে তার
আসে যায় প্রেম-কথা;
না হেরিলে চিত, নহে তিরপিত,
ভাবিতে লাগয়ে ব্যথা।
জানি, মধু নিশি পরকাশি শশী
পাতিলে রূপের ফাঁদে।
পাইতে তাহারে পরাণ কাতরে
মাধুরী জড়িত সাধে।
তবু প্রেমগুণ হেন সুনিপুণ,
বিধাতার নিরমাণ।
হৃদে উপজিয়া হৃদে পশে গিয়া,
সুদূরে জুড়ায় প্রাণ।

কামিনীগুচ্ছ বা বালিকা বিধবা।

চেওনা চেওনা ও মুখের প্বানে
অমন করিয়া লালসা ভরে,
লাগিলে ও গায় বাসনার বায়,
বোঁটা হতে হায় পড়িবে ঝরে!
মধু বঁধু তুমি, চেন না দুঃখিনী!

শুধু সে সাধিতে গাহিতে জান।
জান কিহে অলি, অফুট ও কলি,
ফোট ফোট মুখে শুকাল কেন?
শত আশে মাথা সাধ-ভরা হৃদি,
আর দুটি নীল তৃষিত আঁখি,
সারাটী রজনী চেয়ে চেয়ে মুখে,
প্রভাতে নিভেছে, ভুলিবে তা কি!
আর, শত রবি-কর যদি দেয় ঢেলে,
শত চাঁদ যদি প্রেমেতে চুমে,
খুলিবে না তবু ও দুটী নয়ন,
রহিবে মুদিত ধেয়ান ঘুমে।
আঁখি আগে জাগে ম্লান মুখ খানি,
কাণে বাজে মৃদু নিরাশার বাণী,
ফুলশয্যা নিশি বিজয়া যামিনী,
মুখেতে মেখেছে ভসম-রাশি।
যাও স'রে ধীরে, ছুয়ো না ছুয়ো না,
কর'না যতন আর ও ফুটিবে না।
আঁখিজলে আর ভাসায়ে ভেস না,
হেস না হেস না প্রেমের হাসি।

সুন্দরী।

কোমল মৃণাল-বাহুযুতা সিমন্তিনী!
আর্ত্তের আশ্বাস তব বলয়ের ধ্বনি।

জলদপ্রতিম কেশ তাপিতের ছায়।
পূত হৃদি পদ্মগন্ধ ভুবন ভুলায়।
তুলিকালিখিত ভুরু ন্যায়ের সুধনু।
শাণিত কটাক্ষে মৃত অধর্ম্ম অতনু।
অপাঙ্গে প্রণয় সুধা, দৃষ্টি সঞ্চালনে
প্রেমে পরিপূর্ণ ধরা পাষণ্ড জীবনে।
হাসি, চিরপ্রবাহিত পারিজাত-বাস।
জীবন ধরায় স্বাস্থ্য, অভাবের নাশ।
নির্ম্মলতা সুললাট, অধর মধুথ্,
মুখানি সন্তোষ, লাজ, কপোলে আরক্ত।
যৌবনের কান্তি তব মন্দাকিনী-ধারা!
পাপীর অন্তরে শুদ্ধি আধি ব্যাধি হরা!
রসনে সঙ্গীত বাস, সুকণ্ঠে কোকিলা,
বিনয়ের সিঁথি চারু শিরে চারুশীলা।
এ হেন সুন্দরী তুমি, বিধির সৃজনে,
ভুলিও না রূপগর্ব্ব রেখ রেখ মনে।

কেন?

কে জানে কেনই বাছা ভাল বাসি তোরে,
নব কিসলয়ে নত,
বসন্ত বল্লরী মত,
শ্যামল মাধুরী খানি ছুলে আঁখি'পরে;
মৃদুল সুরভি বাসে মন মুগ্ধ করে।
(তাই তবে কি রে?)

না গো না, তা বুঝি নয়—সুষমা মাধুরীচয়,
রূপমুগ্ধ আঁখি মম দেখিয়াছে ঢের,
পড়েনি তাহাতে প্রাণে এ স্নেহের ফের ;
জলে জল মিশে যায় আপনিই ধেয়ে।
ভাবি তাই নিরালায়—প্রেমে প্রেম ধরা যায়,
বুঝি বা আমারে ভাল বাসিস্ গো মেয়ে ;
তাই সদা আঁখি মোর তোরে থাকে চেয়ে।
তাই বা কেমনে হবে ?
জাননি আমায় যবে,
জানিনি এখন ভাল জান না আমায়,
কিসে উপজিবে প্রেম বোঝা ত না যায়।
যাক্, কথা যাক্ দূরে,
এস বাছা কাছে স'রে,
ভাল করে দেখি আমি মুখানি তোমার,
কিসে তুমি দিলে ফের পরাণে আমার।
প্রথম যে দিনে দেখি,
আঁখিতে মিলিতে আঁখি,
স্নেহের পুলকে প্রাণ ছেয়ে গেল ধীরে।
মোর আপনার কেহ,
যেন দূরে ত্যজে' গেহ,
গিয়াছিল! এত দিনে পাইলাম ফিরে।
কত আসে কত যায়—
কে জানে কেনই হায়!

মিশে এক এক মুখ প্রাণের ভিতর,
শুধু সে আমার নয়,
সবারি এমন হয়,
কেন মেয়ে, এ 'কেনর,' আছে কি উত্তর?

সরলা।

কেন রে হেরিলে তোরে হৃদয় আমার,
স্বভাব-গাম্ভীর্য্য স্বীয় ফেলে হারাইয়া?
বালিকার মত করে বাহুর বিস্তার
ছুটে যায় মিশাইতে হৃদয়েতে হিয়া।
আছে তোমা হ'তে কত আত্মীয় স্বজন,
কভু ত হেরিলে কারে হয় না এমন।
শশীরে হেরিয়া যথা প্রশান্ত জলধি—
উচ্ছ্বসি উঠিয়া তুলে তরঙ্গ বিপুল;
কিবা দেখিলে তোমারে মোর গুরুভার হৃদি
লঘু হয়ে দোলে, যেন সমীরণে ফুল।
তুই সে আমার সখী আত্মার আত্মীয়,
সম্বন্ধ বন্ধন হ'তে প্রিয়তর প্রিয়।

কালের শিক্ষা।

ধীরে ধীরে যাইতেছে শুকায়ে হৃদয়,
সে আমি এ আমি কত হইয়াছে দূর,
ছিল যাহা সুকোমল সরলতাময়,
হতেছে এখন তাহা কঠিন বন্ধুর!

এই কি কালের শিক্ষা প্রৌঢ়তা কুটিল,
বাহিরে শিথিল আর অন্তরে জটিল ?
তবে, ধিক্ ধিক্ মানবের সুদীর্ঘ জীবন,
সরলতাময় বাল্যে না হলো মরণ।
এখনো আঁখির জ্যোতি যায়নি ঝরিয়া
বিশ্বাস করিতে কেন পারি না জগতে ?
গোধূলি কনক রাগ না যেতে মুছিয়া
অমার তমস কেন আসে গো ঝাঁপিতে ?

ভালবাসা।

সংসারের ভালবাসা দেখে
লাজে, ভয়ে, লুকায় হৃদয়।
যদি কেহ ভাল বেসে ফেলে,
তার মাঝে ক'রে ফেলে লয়।
পাছে কেহ ভালবেসে ব'সে
ভালবাসা পুতি-গন্ধ-ময়।—
ভালবাসা ভালবাসা সে কি ?
ছুটো মিষ্ট কথা বিনিময়।
ভালবাসা ভালবাসা সে কি ?
পিছে পিছে অতৃপ্ত নিশ্বাস।
ভালবাসা ভালবাসা সে কি ?
লালসার নয়ন বিলাস।
ভালবাসা ভালবাসা সে কি ?

কলঙ্কের অঙ্গার আবাস।
তবে, ভাল, ভালবাসা ছাই,
রসাতলে হউক বিনাশ।
ভালবাসা ভালবাসা সে যে
হৃদয়ের প্রগাঢ় বিশ্বাস।
ভালবাসা ভালবাসা সে যে
জ্যোৎস্নালোকে মন্দাকিনী-কূল,
ভালবাসা ভালবাসা সে যে
মল্লিকার সুরভি অতুল।
ভালবাসা ভালবাসা সে যে
উষার আরক্ত অনুরাগ।
ভালবাসা ভালবাসা সে যে
ভোগ, স্বার্থ, বিলাস বিরাগ।
ভালবাসা ভালবাসা পূত,
আত্মায় আত্মায় সম্মিলন।
দূর হ'তে দূরান্তরে থেকে,
স্মরণেতে প্রফুল্ল জীবন।

সুপ্তি।

ঘুমাতেছে ? ঘুমাক্ হৃদয়।
কি জানি কি তন্দ্রাঘোরে
সুখ বিভাবরী ভোরে
হইল না চেতনা উদয় !—

ঘুমাতেছে ? ঘুমাক্ হৃদয়।
সুস্থির সুষুপ্তি ভোগে
থাক্, কাজ নাই জেগে,
নাহি কাজ উত্থান প্রলয়!
ঘুমাতেছে ? ঘুমাক্ হৃদয়।
দুরন্ত হৃদয় মম,
প্রলয় পবন সম,
এখনি ছুটিবে ধরাময়,
কাজ নাই উত্থান প্রলয়,
ঘুমাতেছে ঘুমাক্ হৃদয়।
অমন করুণ-স্বরে
ডেক না, ডেক না, ওরে
গেও না জাগরণী দুঃখময়,
ঘুমাতেছে ঘুমাক্ হৃদয়।
হায়! অতৃপ্তি নিশ্বাস ঘোরে
হাহাকার আঁখি লোরে
এখনি ছাইবে দেশময়,
ঘুমাতেছে ঘুমাক্ হৃদয়।
অদম্য প্রাণের বেগে,
ছুটিয়া পড়িলে ঝেঁপে,
হয়ে যাবে তুফানে বিলয়।
গেও না জাগরণী দুঃখময়।
ঘুমাতেছে ঘুমাক হৃদয়।

মনে করি।

মনে করি ভাবিব না আর, তার সেই কথা,
বিষমাখা অমিয়া সে, সে যে প্রাণভরা ব্যথা।
কেনই কিসের আশে, এখনো সে কাছে আসে?
আর, কেন আঁখি পাশে, জাগে তার তনুলতা!
যে যাবে বিদায় নিয়ে, যাক্‌ সে চির সরিয়ে,
কেন মিছে স্মৃতিভরে গ্রথিত তাহার গাথা।

কি আর বলিব!

এ হতাশ হৃদয়ের সাধ, কাহারে সঁপিব?
এমন যতন করে, কে আর রাখিবে ওরে,
রহিবে ধূলায় পড়ে যবে ধূলাতে মিশাব।
সই,
কে তোরা বাসিস্‌ ভাল, বল্‌ বল্‌, খুলে বল্‌,
আমার সাধের সাধ, তারে দিয়ে যাব!
এরা যে থাকিলে চিতে, আবার হবে আসিতে
তাই চাহি মিলাইতে কাঁদিয়া বিলাব,
মরম বিজনে ঢেকে, রেখে দিস্‌ চোখে চোখে,
নারে যেন পরশিতে অতৃপ্ত অশিব।
কি আর বলিব!

আভাষ।

সুন্দর অনন্ত ছায়া।
আভাসেতে দেখাইয়া
কোথা আছে লুকাইয়া
বিনোদিয়া পিয়া রে ?

শিখায়ে প্রেমের কলা !
দীরঘ বিরহ-ছলা,
কোথা মিলনের ভেলা ?
আকুলিত হিয়া রে !

অকূল, কিনারা নাই !
চারি দিক্ পানে চাই,
যা কিছু দেখিতে পাই ;
ধরি আঁকড়িয়া রে !—

বিরহ-পাথারে ভেসে
পথে পথে ভালবেসে,
যেতেছে প্রেমের দেশে,
আশয়ে বাঁচিয়া রে !



তোমার।

তোমারে ডাকিয়ে শান্তি পাই,
তোমারি মাঝারে মিলাতে চাই,
কেন গো তোমার দেখা না পাই?

শীতল ও পায়, পাইতে স্থান,
সদা করে সাধ তাপিত প্রাণ।
তোমারি মহিমা করিতে গান,
চাই গো অনন্ত জীবন চাই।
কেন গো তোমার দেখা না পাই?

সখা হে, অমৃত সাগর তুমি,
আমি পিপাসায় মরুরে চুমি।
অনন্ত আলোক থাকিতে তুমি,
আমি সে আঁধারে ঘুরে বেড়াই।
কি দোষে তোমার দেখা না পাই?

কবে।

অনুদিন অনুখন করব দরশন,
বৈঠয়ি চরণক-তলে,
তৃষিত নয়নযুগ নিমিখ পাসরিয়া
ভাসিবে পুলক-জলে।

শতযুগ অবসান না হোয়িবে অনুমান,
চাহয়ি চাহয়ি মুখে,
(কবে)
আদি অন্ত মধ্যু জনম মরণ কছু
ডুবে যাবে পরশ সুখে।

তোমাকে।

তোমাকে যাইলে দেখিতে
আঁখি পায়না, পায়না, পায়না কূল।
লুকায় বিশাল সিন্ধু,
লুকায় তপন, ইন্দু,
লুকায় জগত-বিন্দু, আকৃতি সঙ্কুল!
তোমাকে যাইলে দেখিতে
আঁখি পায়না, পায়না, পায়না কূল।
ভাষাতীত, জ্ঞানাতীত,
রূপাতীত, গুণাতীত!
হায়!—কিসে বা পাইবে চিত, অনুমিতি স্থূল।
তোমাকে যাইলে দেখিতে
আঁখি পায়না, পায়না, পায়না কূল।

এ কেমন ।

দূর দূরান্তরে থেকে,
সদান্তরে দেয় দেখা।
আঁখিরে আকুল করি,
মনে মনে মন রাখা !
তারে, এমন নীরব প্রেম !
নীরবে শিখালে কেবা !
ভাবনা অতীত সে যে,
কেঁদে কাটে নিশি দিবা !

সাথী হারা।

কেন রে হৃদয় সদা
ভাসিছ, বিষাদ নীরে।
নিজন পাইলে আঁখি,
কেন ঝর, ধীরে ধীরে।
কার আসা আশা ক'রে,
আর চেয়ে পথপানে ?
জীবন কাটাবি কি রে,
বিফল স্বপন; ধ্যানে ?
ওই যে আসিছে নিশি,
লইয়া আঁধার ভার,
গৃহে ফিরে যা রে ধীরে,
সাথী হারা প্রাণ আমার।

কে জানে।

(১)

আকুল পরাণ সদা চেয়ে আছে যার মুখ,
কোথায় তাহার বাস ? সেজন সুখ, কি দুঃখ ?
আকুলতা তাঁরি পানে জনম জনম ছুটে,—
পায়নি, পাবেনা, তবু দূর আশা নাহি টুটে !
ভাবিতে ভাবনা যার, পুলকে পরাণ ভোর,
কে জান গো, বল বল, কোথায় সে মনচোর।
তাঁহারি বিরহে কাঁদি কাটাতেছি দিনরাত !
কে জানে পাইব কিনা কভু সে হৃদয়-নাথ।

(২)

কে জানে হৃদয়-নাথ নিদয় এমন,
প্রেমিকে কৃপণ প্রিয় দিতে দরশন।
হৃদয়-দুয়ার খুলি,
ডাকিতেছি সখা বলি,
তাই কি দেখেন ছলি, বুঝিবারে মন ?
প্রেমিকে কৃপণ প্রিয় দিতে দরশন।
(কিবা) জগতের অধিপতি তাই সে এমন ?

সংসার।

ফের, ফের, কোথা যাও,
কার বাঁশী রবে ধাও,—
স্বর-মুগ্ধ কুরঙ্গিনী সমা।
ঘোর ও গহন মাঝে,
ব্যাধের মুরলী বাজে,
ডাকিছে মোহের চির-অমা

গাঁয়ে গায়ে আত্ম জন,
শাখা বাহু প্রসারণ
করিয়া, ঢেকেছে ভানু-ভাতি।
দিবস তমসে হারা,
ভ্রান্ত পান্থ পথ হারা!
কোথা নাথ সিত শশীরাতি?

ভ্রান্ত।

বাসনা থাকিতে হৃদে, কোথা যাবি আর?
চরণ শৃঙ্খলে বাঁধা, সাধ ছুটীবার!
(গোষ্পদে ভরম সিন্ধু, সম্পূর্ণ বিকার!)
ওরে, ভরমে ভ্রমিবি কত ধাঁধা বার বার।
কোটী জন্ম এলি ঘুরে কত যাবি আর!
জ্ঞানানল জ্বালি, সাধে কর কর ক্ষার।

মোহ ফাঁস।

(আমি) আপনি রচিয়া ফাঁসি,
আপনি পরেছি গলে।
ভুলে বাসনার ভাষে
চলেছি তমস কোলে।
পশারিয়া ভীম বাহু,
গ্রাসিতে আসিছে রাহু,
দেখেও দেখে না আঁখি,
না জানি কি মোহ ভোলে!

পিতা, অঙ্গুলী চালনে তব,
বিতর জীবন নব,
নবীন জগত হেরি,
নবীন নয়ন মেলে।
ভুলে বাসনার ভাবে
চলেছি তমস কোলে !

আমি।



দীরঘ স্বপন একি
ভাবিতে বিদরে বুক।
প্রভাতে মিলাবে সব,
মিছে এই সুখ দুঃখ।
বাসনা, ধারণা, আশা,
বর্ণের যোজনা ছার।
ছায়া বাজী সম খেলা,
জনম মরণ সার।
তাই যদি সত্য হয়,
বিড়ম্বনা এই প্রাণ !
দর্শন, বিজ্ঞান বৃথা,
বৃথা, আমি অভিমান।

ঈশ্বর-বিরহী

এই বার আসিয়াছে অবস্থা আপন,
প্রাণেশের বিরহের পাথার অকুল !
জীবন যামিনী মাঝে হয়ে অচেতন
পরেছিনু স্বপনেতে মিলনের ফুল !
গেছে গো ভাঙ্গিয়া গেছে দুদণ্ডের খেলা।
পেয়েছিনু মরীচিকা মরুময় পথে,
এখন বাসনা এই, এ বিরহ বেলা
হউক অনন্ত মোর অনন্তের ব্রতে।
মিলনের সুখে ভুলে ভুলেছিনু তাঁরে,
বিরহে, হৃদয়নাথ হৃদয় মাঝারে।
আর যেন কেহ পথে প'ড়ে মাঝখানে,
প্রাণেশের ধ্যানে মোর ব্যাঘাত না আনে।

প্রতিদান।

যে চাহেনা প্রেম প্রতিদান,
তারে আমি দিতে পারি প্রাণ।
হেন পূর্ণ কাহার হৃদয় ?
ভ্রমি খুঁজে সেই প্রেমময়।
যে দিকেতে নেহারে নয়ন
বাণিজ্যে ধরণী সম্পূরণ !
বসন্তের প্রেমে ফুটে ফুল,
প্রতিদানে সুরভি অতুল !

অলির আকুল প্রেম-গান,
ফুল-বধূ মধু করে দান।
ভানু-প্রেমে ফুটে সূর্য্যমুখী,
সারাদিন অনিমেষ আঁখি!
চন্দ্রমার শুভ্র প্রেম হাস!
সিন্ধু দেয় হৃদয়-উচ্ছ্বাস।
অতি দীন হীন এ পরাণ।
নাহি হেথা দিতে কিছু দান।
আমার এ অতি শুষ্ক প্রাণ।
নাহি হেথা প্রেম প্রতিদান!
নাথ, তুমি বিনা, হেন কেবা ভবে,
এই —শুষ্কধূলি, যত্নে তুলি লবে?
শত জন্ম শত অপরাধ
ক্ষমিতেছ প্রসন্ন আননে।
আছ চেয়ে স্নেহ-পূর্ণ চোখে,
অনিমেষ মলিন আননে!
এত প্রেম কাহার ধরায়?
কারে দিব এ হৃদয় হায়!

প্রাচীন।

শুভ্র কেশ, শুভ্র ভুরু, শুভ্র শ্মশ্রু রাজি,
হে প্রাচীন, দেখে তোমা নেত্রে নীর আসে,
বাহ্য শুভ্র মাঝে তব হৃদয়ের সাজী
পরিপূর্ণ নহে কিন্তু সুশুভ্র সন্তোষে।

পরামর্শ দাতা তুমি তরুণেরে আজি।
দেখেছ অনেক খেলা সুদীর্ঘ জীবনে।
বিমল ললাটে তব শত রেখারাজী।
কি লেখা রেখেছ লিখে অস্পষ্ট লিখনে?
যৌবন কি লিখে গেছে কার্য্যাবলী তার?
কিসের জটীল চিন্তা প্রাচীন তোমার?
কত গণ কড়া ক্রান্তি প্রস্থানের বেলা,
সরল ললাটে কেন অঙ্কপাত মেলা?
এসেছে ত দিন তব অগ্রসর হয়ে,
মিছা শত চিন্তাভার কেন আর লয়ে?

আশঙ্কা।

যৌবন থাকিতে মোর যায় এ জীবন,
সদা এ দুরাশা আমি করি মনে মনে।
জরা, কম্প, কূটচিন্তা মোরে আলিঙ্গন
করে পাছে এই ভয় হয় প্রতিক্ষণে।
সত্য বটে গাহি আমি বিষাদের গান,
সন্তোষের মুখ মোর নহে কিন্তু ম্লান।
দুঃখের সাগরে মোর ওই ধ্রুবতারা
সদাভয় হই পাছে সন্তোষেরে হারা।

সাধ।

(১)

(শেষে) আছে সাধ, জাহ্নবীর কূলে
সুকোমল বালির শয্যায়,
মানব তনুর অণুতলে,
এই মোর জীবন, মিলায়।
সহস্রের মাঝারেতে পশি,
ভুলে যাব জীবনের ব্যথা,
ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান,
প্রাণে মোর মিশে যাবে সেথা।
আহা সেকি অতুল আনন্দ
লভিব গো মরণের কূলে,
হয়েছি ধূলির সাথে ধুলি,
লোকে ক'বে জীবনের ভুলে !
হইতে ধূলির সাথে ধূলি
যাব আমি হাসি মুখে চ'লে।
ভাল যারা বাসে মোরে এবে,
ভুলে যাবে এ মোর আনন।
দুঃস্বপ্নের মত মাঝে মাঝে
স্মৃতি-পথে উদিব কখন।

(২)

পরিচ্ছিত পূর্ণিমা শর্ব্বরী
নব পথে সাথী মম হয়ে

শ্রান্ত পান্থে কর খানি ধরি
লয়ে যাবে পথ দেখাইয়ে।
তারাগুলি চোখে চোখে চাহি
বলাবলি করিবেক তারা—
'এই সেই' শুধু গান গাহি
কাটাত যে যামিনী বিঘোরা।
'এই সেই' বাসনার রাশি,
উদ্বেলিত হৃদয়ের তলে
রেখেছিল সবলে চাপিয়া
কর্ম্মক্ষেত্রে বল নাই বলে।
'এই সেই' আমাদের মুখে
র'ত চেয়ে সারাটি যামিনী
আসিয়াছে আমাদের দেশে
আয় ওরে কাছে ডেকে আনি।
সুধাই গে মরতের ব্যথা
বড় দুঃখী আছিল ও তথা।

(৩)

(এবে) যাহাদের তারকার রূপে
প্রতি নিশি নেহারি গগনে
সেথা গিয়া পারিব চিনিতে
জন্মান্তের আত্ম পরিজনে।
তাহাদের মাঝারেতে ব'সে
র'ব চেয়ে এ মোর আলয়ে
পূর্ব্বাপর প্রিয়জন মালা,
নেহারিব পুলক বিস্ময়ে!

আমি পাব দেখিতে সবারে
দেখিতে পাবে না মোরে কেহ,
(হেথা) কেহ বা ভাবিবে 'নাই' বলে
'আছে' 'আছে' কাহারো সন্দেহ!
হেথাকার হাসি, বাঁশী, গান,
হেথাকার আকুল বিলাপ,
সেথা গিয়ে পারিব বুঝিতে
দুদণ্ডের স্বপন, প্রলাপ।

(৪)

(হেথা) লোকে যবে ভাবনার ঘোরে
একেবারে হয়ে অচেতন
পথ ভুলে সংসার সমুদ্রে
লক্ষ্যহারা করিবে গমন
আমি, দূর হ'তে দূরান্তরে রয়ে,
মনে চুপি চুপি (ধ্রুব) যাব কহে,
তারা, চমকিয়া চাহিয়া দেখিবে
আপনার হৃদয়ের পানে,
ভাবিবেক নিরালায় পরে,
শত কথা, চিন্তাকুল মনে।
ভাবিবেক নিরালায় ব'সে,
কে গেল বলিয়া, কাণে কাণে।

আঁধার।

হৃদে যে আঁধার নাথ দিয়েছ ঢালিয়া
চির যদি হয় তাও করিব বহন,
চরণ দুখানি তব হৃদয়ে ধরিয়া
অকূল-বিরহ-নিশা করিব যাপন।
আর কিছু নাই সাধ পরাণে আমার,
যত সাধ ছিল সব হয়েছে বিলীন।
গানের ক্ষমতা নাথ হোরো না আমার,
দাও শক্তি গান গেয়ে পিছে কোলি দিন।
ধরণীর মৃত্যু যদি শেষ মৃত্যু হয়,
বল, সে লুকান আশা দিই বিসর্জ্জন।
যে আশা-সূত্রেতে বদ্ধ অনন্ত নিলয়,
ছিন্ন ক'রে দিই পুনর্জ্জনম বন্ধন।

নিরুদ্দিষ্ট।

তোমার বিরহ চির, কত সব প্রাণেশ্বর,
কোথায় আছ হে নাথ, ভুলে না দাসীরে স্মর,
নব নব বেশ ধরি,
গ্রহে গ্রহে খুঁজে মরি,
বিরহ তপন তাপে ক্ষীণ তনু জর জর।

কোথা হে, নিষ্ঠুর সখা ?
কত দিনে দেবে দেখা ?
কাঁদায়ে রমণী একা, কি সুখ সম্ভোগ কর !
কোথায় আছ হে নাথ, ভুলে না দাসীরে স্মর

মায়াবিনী।

বাসনা, ছাড়না মোরে, মিনতি করি,
হয়েছি গো বড় শ্রান্ত জনম, মরণ, ঘুরি ।—
তুলিয়া মায়ার রথে,
কতই ঘুরাও পথে,
যেতে দাও আলয়েতে, চরণে ধরি।
তব মোহ-মন্ত্রে ভুলে,
এসে এই ধরাতলে,
যা ছিল হল তা ভালে, এবে ছাড় নিশাচরী !
হয়েছি গো বড় শ্রান্ত জনম, মরণ, ঘুরি।

কতদূরে।

অনুরাগে বদ্ধ আশা, নিতি যে হতেছে ক্ষীণ,
কত দূরে সে সুনিশা, কোথা বসিয়ে সে দিন !
একে দুরবলা নারী,
তাহে, বিরহ পশরা ভারী,

আর যে চলিতে নারি, দীর্ঘ পথ, তনুক্ষীণ!
কতদূরে সে সুনিশা? কোথা বসিয়ে সে দিন!
আর কত গেলে তবে,
আঁখি তাঁর দেখা পাবে?
প্রেম-পারাবারে ক'বে, এ বিন্দু হবে বিলীন!
কত দূরে সে সুনিশা? কোথা বসিয়ে সে দিন?

শবদর্শনে।

বিঘোরা তামসী নিশি, দিগন্ত ফেলেছে গ্রাসি,
প্রলয়ের ছায়া যেন আননে মাখিয়া!
আঁধার আকাশ তলে, দিপ্ দিপ্ তারা জ্বলে,
এক গ্রহ অন্য গ্রহ পানে নেহারিয়া!
ভীষণ শিবার রাব, প্রকৃতি সভীত ভাব,
একা বসি বাতায়নে হৃদয় স্তম্ভিত!
সহসা ভীষণতর, "হরিবোল," উচ্চৈঃস্বর
বিদারি গগন নৈশ হইল উত্থিত।
গন্তেদি মিলায়ে যায়, আবার চমকে কায়,
দূর দূর অতি দূরে ক্রমশঃ ধ্বনিত।
আলোড়ি স্মৃতির তল, উত্থিত নয়ন-জল,
সম্মুখে বিরাজে কত আলেখ্য অতীত!

উচ্চসাধ সুখ তৃষা, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা,
সকলি ফুরাল কি রে জীবনে উহার।
শুধু একমুষ্টী ছাই মানব অস্তিত্ব গায়ি,
উড়ে বেড়াইবে শ্মশানের চারি ধার।
জীবন-নাট্যের মেলা একি ভোজবাজী খেলা!
ভূতের সংযোগ প্রাণ, বিয়োগে অঙ্গার।
তাই যদি পরিণাম, কে চায় মানব নাম,
কেন এ ভূতের বোঝা বহা মাত্র সার।
(কিবা) নব-জীবন ফুলের সাজী নূতন শোভায় সাজি
করিবে আবার নব জগত উজ্জ্বল।
হায়! কে ক'বে কি অবশেষ, আঁধার ভবিষ্য দেশ,
জ্ঞান যথা অন্ধ আঁখি বিজ্ঞান বিফল।

মরণ।

মরণ নামেতে এক প্রিয়তম আছে মোর,
দিবানিশি তার লাগি ঝরিছে নয়ন লোর।
কি দিবস কিবা রাতি
তারে চাহি গাহি গীতি,
স্বপনেতে শত নিশি তার কোলে মাথা রাখি
কহিতে কহিতে ব্যথা যেন গো মুদেছি আঁখি।
বসিয়া সিন্ধুর তীরে
নিত্য সে ডাকিছে মোরে,
তিল তিল ধীরে ধীরে কাছে সরে আসিতেছে,
মোর মুখ তার বুকে সতত জাগিয়া আছে।

নিত্য তার বাঁশী শুনি
গৃহে হই উদাসিনী
আকুলা দিবস গণি সদা তার কথা কই,
তার মত ভাল মোরে তোরা কে বাসিস সই ?

কবর।

গভীর নিদ্রায় পান্থ নয়ন মুদিয়া,
ধূ ধূ ধূ প্রান্তরে আছ একাকী পড়িয়া,
কোথা তব দারা সুত প্রিয় পরিজন ?
ভাবে কি গো মনে তারা এ ধূলি শয়ন।
না—সুরম্য হর্ম্ম্য মাঝে শুভ্র শয্যোপরে,
বীজনি ব্যাজনে নিদ্রা যায় অকাতরে।
কিবা মাঝে মাঝে তব চিন্তা দুঃস্বপ্নের মত,
উদিয়া মানসে চিত্ত করে বিষাদিত।
হে দীন! তোমার মত আমিও এমন
ধূলির শয্যায় কবে করিব শয়ন।
কবে যে পাইব ত্রাণ এ মুমূর্ষ দাহে,
কবে মিশে যাবে অণু মৃতের প্রবাহে।

পরজন্ম।

পর জনম যদি, না থাকে হে বিধি,
শুন এ মিনতি মোর,
এ দুঃখ বেদন মানিব রতন
না নিও মরণ কোর,

এ রিঝ ভরিয়া, জাগিছে সোপিয়া,
জাগে সে আঁখিয়া আগে।
মানুখ জনম, দুলহ জীবন,
না নিও শপথি লাগে।
সে মোর বঁধুর, বিরহ মধুর,
পাঁজরে পাঁজরে গাঁথি।
রাখব যতনে হেরব নিজনে
উজালি স্মৃতির বাতি।

আকাঙ্ক্ষা।

অতৃপ্ত পরাণে সে গেছে চলিয়ে
বিষাদ বিষণ্ণ মুখে,
জনম, জনম, সেই মুখ খানি
রবে গো জাগিয়া বুকে।
আর কি রে তার, সাধের ভাণ্ডার
দুঃখিনী পুর্ণিতে পা'বে,
তা যদি গো পাই, কিছুই না চাই,
রমণী জনম দিবে।

আমি।

আমি কি গো পাপ করিয়াছি?
এমন অসাড় হলো মন,

পাষাণেরও আছে যে চেতনা
একি রে দারুণ বিড়ম্বনা।
মনে কেন আসে না রোদন ?
বুকে কোথা ব্যথা বাজিয়াছে,
মুখেতে না কথা সরিতেছে।
একটীও নিশ্বাস পড়ে না,
নেত্রে নাই অশ্রু এক কণা।
এই কি গো নারীর হৃদয়,
এ যে ঘোর বাড়বাগ্নিময়।
ইহা কি গো পাপ মোরে বল ?
হৃদে মোর অনন্ত পিপাসা
বুকেতে সমুদ্র ভালবাসা।
প্রাণ ভরে বেসেছিনু ভাল
তার কি গো এই প্রতিফল ?
নেত্রে নাই এক বিন্দু জল।

অশ্রু।

আয়রে নয়নে, লুকায়ে পরাণে
অমন রোস্‌নে আর।
তোরে কাছে পেলে দুঃখে সুখ মেলে,
লঘু হয় গুরু ভার।

সম নিরঝর বোয়ো ঝর ঝঁর,
যদি তাহে হয় নদী।
অনাথিনী নারী পারে যেতে পারি,
তাহাতে সাঁতারি যদি।
ভেসে ভেসে জলে, যদি নিধি মিলে
যদি তুলে হাতে ধরে!
আয় সখি তোকে, রাখি চোখে চোখে,
কেন থাক হৃদিপুরে।

বহুদিন পরে।

বহুদিন পরে পুনঃ কেন গো সে দিল দেখা!
হেরিনু সে মুখে কেন বিষাদের ছায়া লেখা
এত যে বিরহে দহি,
সব সুখ মানি সহি,
ভাবি, সুখে আছে মোর চির দুঃখী প্রাণ-সখা!
কে মোরে দেখালে হা রে, প্রভাতের শশীলেখা!
শুনিয়াছি সে দেশেতে মায়াতে যাতনা নাই,
ভাবিতাম তাই আর স্বপনে ও দেখা নাই!
কে বা চেয়ে ছিল হায়,
দেখিতে সে ম্লান ছায়,
কেন রে দেখিনু হায় সে মুখে বিষাদ লেখা!
বহুদিন পরে পুনঃ কেন গো সে দিল দেখা।

এখনো যে আছে তৃষা, এখনো পিপাসা ভরা,
তেমনি অতৃপ্তি মাখা সে দুটী নয়ন-তারা,
তবে আর কোন্ মুখে,
আছি গো পাষাণ বুকে,
ডাক্ ডাক্ মরণেরে যাক্ নিয়ে মোরে ত্বরা।

সুখের যামিনী

সুখের যামিনী দুটী করেছিনু ঋণ।
যার, সে নে গেছে, আমি যে দীন সে দীন।
পাতা লতা দিয়ে ঢেকে আছি ভাঙ্গাঘর,
মাঝে মাঝে বহে ঝড় কাঁপি থর থর,
কেন রে এমন হয়ে রহিনু এ ভবে,
নিয়ে ত আসিনি বোঝা বহে যেতে হবে।

বুঝিনি।

পুণ্ডরীক সম মুখ সুধার আধার,
তাহে নীলপদ্মদলসম দুটী আঁখি!
ভাবিতে পারিনু তাহা যে দিন, আমার
সে দিন সুদিন কত বুঝিনিক সখী।
যে দিন কোমল করে ধ'রে দুটী কর,
আঁখিতে মিলাতে আঁখি আকুল অন্তর;

মধুর সঙ্গীতসুধা ঢেলেছে শ্রবণে
সে দিন ও বুঝি নাই কি সুখ সদনে।
হায়! যে দিন সে বসন্তের সুখ পরশন
ফুটাইয়া প্রাণে সখী মুকুল কানন
বরষার প্রবাসেতে লইল বিদায়
কাঁদাইয়া অশ্রুমুখী মলিনা ধরায়
বুঝেছিনু সেই দিনে তাহার মরম,
তবু ও ছাড়েনি হায় পাপিনী সরম।

জগৎ।

ছেড়ে দাও পথ যাই আমি চ'লে
গেয়ে খালি দুটী গান।
হায়! হৃদয় আমার, অতি গুরুভার,
অতি সে বিবশ প্রাণ!
কিছুই যে নাই, সবই হেথা ছাই,
কি তোমারে দিব আর?
আঁধার নিবাস, এ ভগ্ন আবাস,
আছে শুধু অশ্রুধার।
কেশ পাশ দিয়ে এ মুখ ঢাকিয়ে
যাব, না দেখাব কারে!
ছেড়ে দাও পথ, এক পাশ দিয়ে
যাই চ'লে ধীরে ধীরে।

মলিনা।

যেখানে মলিন কিছু, যেখানে দলিত,
সেই খানে প্রাণ মোর হয় উচ্ছ্বলিত।
মনে হয় ও যেন আমার প্রতিচ্ছায়া।
মিশে যাই ওর সনে হই এক কায়া।

যতকিছু।

যত কিছু গুরুভার ধরণীতে আছে,
সব যেন বুকে মোর নিয়েছে আশ্রয়।
সরল নিশ্বাস বায়ু রুদ্ধ হয়ে গেছে,
ভূকম্পনে ঘন ঘন কাঁপিছে হৃদয়!
যেন আমি কবে কারে দিয়াছিনু ব্যথা
ভুলিয়া কি মোহ ঘোরে নিষ্ঠুর বচনে।
ম্লান মুখখানি তার কাছে কাছে ঘোরে,
অভিমানে ছল ছল সজল নয়নে।
একটুকু স্নেহ আশে ভিখারীর প্রায়
কাছে এসে কে যেন সে কেঁদে গেছে হায়!
দেখি নাই তার পানে ফিরে একবার,
দীর্ঘশ্বাসে রেখে গেছে হৃদয়ের ভার।
ব্যথা দিলে ব্যথা পায়, এ বুঝি বা তাই!
কা'র আঁখিজলে প্রাণ পুড়ে হয় ছাই!

পুনর্ম্মিলনে।



অনন্ত উদ্যান মাঝে শত ফুল ফুটে আছে—
কে জানে কোথায় আঁখি সে মুখ দেখিতে পাবে
যে মুখানি নিরুপম, চির পরিচিত সম
স্মৃতিরে আকুল করি পরাণে মিশিতে চা'বে।
কে জানে সুদূর গ্রহে কোথা আছে সেই পিয়া
হৃদয় সমুদ্রে যার এ স্রোত মিলাবে গিয়া

সুখবিদায়।



আর সবই রহিয়াছে,
যে যাবার সেই গেছে,
সুখ যদি গেল চলে,
সাধ কেন র'বে বেঁচে?
কুড়াতে শুকানো পাতা,
নিরাশা সে বেঁচে র'ল,
মুকুল ধরিয়া বুকে,
ছিন্নলতা শুখাইল।
বায়ুর সমষ্টি প্রাণ নহে—
সে দীরঘ শ্বাস!
অস্থির পঞ্জর হৃদি,
কে কহে সাধের বাস।

শান্তি-আহ্বান।

আছ কোন স্থানে, এস এই খানে,
বিরহ-বিধুরা কামিনী।
পিক কুহরিছে, মলয় ছুটিছে,
অতি নিরমল যামিনী।
চলে গেছে সুখ, মোছ এসে দুঃখ,
ঘুচিয়াছে আশা তৃষা রে!
তবুও এছার, প্রাণের আঁধার,
ঘুচিছে না অমানিশা রে!
আছ কোন স্থানে, মেশ এসে প্রাণে,
হেরিব নির্জ্জনে মুখানি!
পিক কুহরিছে মলয় ছুটিছে
অতি সুমধুর যামিনী!

শান্তি।

বিষাদ আঁধার ঘোরে যদিও রয়েছি প'ড়ে,
আশার বিজলী তবু চমকে আবার।
সুখের স্বপন সম, ও মুখানি মনোরম
আঁখি আগে সদা জেগে ঘোরে অনিবার।
কিছুতেই সাধ নাই আর কিছু নাহি চাই,
—শুধু তোমা দেখা পাই, তোমার মিলন
তৃষিত হৃদয়ে এক বাসনা এখন।

যদি গো কৃপণ হয়ে, নাহি দাও ওই হিয়ে,
তবে আছ যথা লুকাইয়া, লুকাও ও নাম,
শান্তি, শান্তি, শান্তি ভাষা কেন অবিশ্রাম ?

জননী তোমার।

যেথা নাহি জীবনের ভীতি,
শত চিন্তা, সন্দেহ, তরাস,
নাই যেথা আশার কুহক,
অতৃপ্তির আকুল নিশ্বাস ;
যেথা নাই মান, অভিমান,
নিন্দা, যশ, কলঙ্কের ভীতি,
নাই যেথা পরমুখে চাওয়া,
(বিরাম বিশ্রাম দিবারাতি)
সেথা গেছে জননী তোমার
পুণ্যবতী। ওরে বাছা-ধন
কেঁদনা কেঁদনা তার তরে
(শান্তি শৈল সে নহে মরণ।)
হায়! সবে মাত্র না হতে পরশ
বৈধব্যের জ্বালাময় বায়ু,
সুকোমলা লতিকার সম
শুখায়ে ঝরিয়া গেল আয়ু।
কেঁদনাক কেহ তার তরে
ফেলনাক শোক অশ্রুধার,

মরণের সুশীতল কোলে
ঘুমায়েছে জননী তোমার!
রোগ, তা'র সুপ্রশস্ত দ্বার,
বিভীষিকা, মোদের নয়নে,
প'ড়ে আছি সন্দেহে তরাসে,
যাত্রী যায় সুপ্রসন্ন মনে।
কোথা নাথ অখিলের পতি
দূর কর কর কর্ম্ম ফাঁস,
কবে যাব দ্রুত পদে চ'লে
শান্তি পূর্ণ মৃত্যুর আবাস!

কেমনে লিখিব।

কি করে লিখিব সই?
লিখিতে তাহারে
তুলিকা না সরে
আঁখি নীরে অন্ধ হই।
কেমনে লিখিব সই?
হায়! উজল যে ছবি হৃদয়ের মাঝ,
কেমনে পরাব তারে মসী-সাজ?
আঁখিতে আঁখিতে রাখিতে রাখিতে
কত কি ভাষে গো ওই!
কেমনে লিখিব সই?

ওরে, রাখিতে বাহিরে ভয় হয় মনে,
কিজানি, সজনী, কপাল বিগুণে
যদি, জড়ে পদ্ পায়—
পলাইয়া যায়!
তবে কি করিব সই?

বাস ভবন।

সুরম্য আশ্রম খানি, জগত মাঝারে,
সুশোভিত প্রেম-ফুলে ফুল্ল উপবন;
স্নেহ মাখা আঁখি হ'তে সৌরভ উঠিয়ে
প্রবাহিত করে প্রাণে সুখ সমীরণ।
না আছে নিদাঘ-জ্বালা, শীতের বাতাস,
সুখদ বসন্ত হেথা করে চির বাস।
জীবন রক্ষক বর্ম্ম সম অনুমানি,
পূত তার তীরে যেন শান্তি-কুঁড়ে খানি।

সদ্গুরু।

তোমার মতন যেন হয় মোর প্রাণ,
ভাল বাসিবারে পারি সবারে সমান।
আথরে আথরে জ্ঞান অমৃত ঢালিয়া
মুমূর্ষু করিতে পারি সজীব সুন্দর,

তোমারই মতন আত্ম গরিমা ভুলিয়া
হৃদয় করিতে পারি জগতের ঘর।
মুখে মুখে থাকে শত, মধুময়ী শ্লোক।
দূর করে পারি দিতে ব্যথা, দুঃখ, শোক।

বিদ্যা।

ভুবন ভুলাতে মরি কে উহারে নিরমিল,
অনিন্দ্য সুন্দর তনু রূপরাশি সুবিমল,
দর্শন, বিশাল আঁখি,
হৃদয়, ভূগোল দেখি,
সুগঠন রসায়ন, সঙ্গীত, মুখ-কোমল,
কবিতা, মধুর ভাষা,
অধ্যাত্ম, সুসূক্ষ্ম নাশা,
জ্যোতিষ, বরণ জ্যোতিঃ সুচিত্র বসনাঞ্চল।
রূপে মুনি-মন টলে,
নয়ন নিমেষ ভুলে,
গণিত, চিকুর জাল, জ্ঞান, সমুজ্জ্বল ভাল।

ভিক্ষা।

কুমতি কুকথা আর,
কুচিন্তা অনল কণা,

দেখো নাথ দেখো দেখো,
হেথায় যেন আসে না।
ওই মুখ পূর্ণশশী,
ওই শুভ্র স্নেহ হাসি,
পূর্ণ ক'য়ে এই প্রাণ
রহে যেন দিবানিশি।
শশী-প্রতিবিম্ব নীরে
কাঁপে যথা ধীরে ধীরে,
নব দেবদারু যথা
একেলা প্রান্তর পরে,
তথা অনন্ত দিবস নিশি
থাক এ পরাণে মিশি
এই ভিক্ষা মাগে দাসী
আর ত কিছু চাহে না।

পাপীর হৃদয়ে।

পাপীর হৃদয়ে কেমন রূপেতে
প্রকাশ হে, হৃদি-রঞ্জন।
অভিলাষী দাসী হেরিতে সে ছবি,
শুন হে মনোমোহন।
তুলিকা ধরিয়া, সে মধু মুরতি,
আঁকিব এ হৃদি আগারে।
করিয়ে কি পাপ, পাইনু এ তাপ,
শুধাব হে নাথ তোমারে।

হায়! নয়নের নীরে নিবে না অনল,
ও পদ পরশে করিব শীতল।
এ ঘোর নিদাঘে, তুমি ঘনজল,
ডাকিছে পাপিনী কাতরে।
কোথায় হারানু অমূল্য সন্তোষে,
হৃদয় আঁধার কেন হে, কি দোষে?
কেন কেন নাথ তুমি নাই পাশে,
রেখেছ একাকী আমারে?
শুধাব হে নাথ তোমারে।

প্রেম।



প্রেম হেম নাহি যার
হৃদি-কন্দরে,
প্রিয়লাভ আশা তার,
বৃথা ধন্দ রে!
নয়নে মানসে বাদ,
মিছা দ্বন্দ রে
ঘুরে মরে বনে মঠে,
গিরি কন্দরে
ধরণীর প্রেমামৃতে,
শত সন্দ রে!

তার প্রতি, সদা প্রীতি
তনুবন্ধ রে!
রসনা, কত না গাও,
বৃথা ছন্দ রে!
ঘরে বসি পায় দেখা,
প্রেম অন্ধ রে!

প্রকৃতির প্রতি।

বিদায় দেহ গো হেসে,
যাই চলে নিজ বাসে,—
আসিয়াছি দুদিনের তরে।
আর, হেস না মাধুরী হাস,
খুলে নাও প্রেম ফাঁস,—
ছাড়ি শ্বাস, বহুদিন পরে!
স্বাধীন বনের পাখী,
কত ধ'রে রেখে সখী,
শুনিবি গো বিলাপের গান?
তুই না করুণাময়ী?
কোথায়—করুণা সই?
বন্ধনের, কর অবসান।

সমাপন।

থাকে যদি নিষ্ঠুরতা হৃদয়ে আমার,
সেই তবে হোক শেষ, চাহি না তাহারে,
কঠিন ধরার মাটী সনেতে মিশাক্
কিবা থাক্ পাষাণের পরমাণু স্তরে।
চেতনের রাজ্য হতে হউক নিধন,
কিবা, একেবারে ধরা হতে হোক সমাপন।

সমাপ্ত।



Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249,
Bow-Bazar Street, Calcutta.